

## কবিতা ০১

## মানবধর্ম লালন শাহ

## ৩ কবিতাটির মূলকথা

সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে' গানটি 'মানবধর্ম' কবিতা হিসেবে এ গ্রন্থে গৃহীত হয়েছে। এ কবিতায় লালন ফকির মানুষের জাত-পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। লালন নিজে কোন ধর্মের বা জাতের এমন প্রশ্ন আগেও ছিল, এখনও আছে। লালন বলেছেন, জাতকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না। মনুষ্যধর্মই মূলকথা। কারও গলায় মালা, কারও হাতে তসবি থাকে। এগুলো ভিন্ন ভিন্ন জাতের পরিচয় বহন করে। কিন্তু জন্ম বা মৃত্যুর সময় মানুষের জাতের কোনো চিহ্ন থাকে না। মানুষ জাত ও ধর্মভেদে যে ভিন্নতার কথা বলে লালন তা বিশ্বাস করেন না।



## ৪ কবিতাটির শিখনফল : কবিতাটি অনুশীলন করে আমি—

- শিখনফল-১ : ধর্ম বা সম্প্রদায়গত পরিচয়ই যে বড় পরিচয় নয়— তা অনুধাবন করতে পারব। [ব. বো. '১৯]
- শিখনফল-২ : মানুষের মানবিক পরিচয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারব। [দি. বো. '১৯; ঘ. বো. '১৮]
- শিখনফল-৩ : সাম্য ও মানবতা সম্পর্কে জানতে পারব। [চ. বো. '১৭]
- শিখনফল-৪ : মানুষকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দিতে অনুপ্রাণিত হব।
- শিখনফল-৫ : মানুষের মধ্যকার কৃত্রিম ভেদাভেদ দূর করে পারম্পরিক সম্প্রীতি গড়ে তুলতে সচেষ্ট হব।

[ম. বো. '১৯; সি. বো. '১৭; ব. বো. '১৭]

## ৫ কবি-পরিচিতি

নাম : লালন শাহ।

জন্ম সাল : ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান : বিনাইদহ, মতান্তরে কুষ্টিয়া।

শিক্ষাজীবন : প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালাভ না করলেও নিজের সাধনায় হিন্দু-মুসলমান শাস্ত্র সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি লাভ।



সাহিত্যকর্ম : বাড়িসাধক ও বাড়ি সংগীত রচয়িতাদের মধ্যে লালন শাহের স্থান শীর্ষে। তাঁর গান অধ্যাত্ম ভাব, মরমি রন্বয়ঙ্গনা ও শিঙ্গগুণে সমৃদ্ধ। তাঁর রচিত গানের সংখ্যা সহস্রাধিক।

মৃত্যু : ১৭ই অক্টোবর, ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দ, কুষ্টিয়ার ছেউরিয়ায়।

## ৬ পাঠের উদ্দেশ্য

এই কবিতা পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বুঝতে সক্ষম হবে যে, ধর্ম বা সম্প্রদায়গত পরিচিতির চেয়ে মানুষ হিসেবে পরিচয়টাই বড়। তারা জাত-পাত বা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাঢ়ি বা মিথ্যে গর্ব করা থেকে বিরত হবে।

## ৭ শব্দার্থ ও টীকা

পাঠ-১ : বোর্ড বইয়ের শব্দার্থ ও টীকা

(জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত 'সাহিত্য-কণিকা' বইটি দেখ)

পাঠ-২ : বোর্ড বইয়ের অতিরিক্ত শব্দার্থ ও টীকা

সব লোক — সকল মানুষ।

জাত — জাতি, ধর্মীয় পরিচয়।

সংসার — পরিবার, জগৎ, পৃথিবী।

রূপ	— আকৃতি, স্বরূপ, স্বভাব, ধরন।
নজর	— দৃষ্টি।
গর্ত	— গহ্বর, ছিদ্র, বৌড়ল, ফুটা।
মূলে	— আসল, প্রকৃত, আদি।
জগৎ	— বিশ্ব, পৃথিবী, সমাজ, সংসার।
গৌরব	— মর্যাদা, মহিমা, গুরুত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, উৎকর্ষ।

## ৮ বানান সতর্কতা

নিচের শব্দগুলোর সঠিক বানান জেনে নিই—

রূপ	তসবি	চিহ্ন	কৃপজল	গঙ্গা	জগৎ	গৌরব	মূল	সংসার	গর্ত

# জটিল ও দুর্বল পাঠের ব্যাখ্যা



নতুন পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তুর আলোকে প্রণীত

- » सब लोके कर्य लालन की जात संसारे ।  
लालन शाह् एकजन मानवतावादी मानुष छिलेन । तिनि कोनो विशेष धर्मेर प्रति वा जातेर प्रति गुरुत्व ना दिये मानवधर्मके गुरुत्व दियेहेन । सब मानुषके समानताबे देखेहेन । मानुषेर मानुष परिचयके बड़ करे देखेहेन । ताँर ए कर्मकाण्ड देखे जगतेर मानुषेर मने प्रश्न जेगेहे । तारा जानते चेयेहेन लालन शाहेर जात की, धर्म की?

» लालन कर्य, जेतेर की रूप, देखलाय ना ए नजरो ॥  
बहु मात्रेरइ आकार, आकृति, रूप ओ बैशिष्ट्य थाके । किछु मानुष लालन शाह्'र काछे ताँर जात सम्पर्के जानते चान ।  
लालन शाह् तादेर बलेन, जगते जातेर कोनो रूप ताँर चोखे पड़ेनि । तिनि केबल मानुष चेनेन, मानुषेर तैरि जात-धर्म ताँर काछे अर्थहीन ।

» केउ माला, केउ तसबि गलाय,  
ताइते कि जात डिन बलाय,  
याओया किंवा आसार बेलाय  
जेतेर चिन्ह रय कार रे ॥

जात-धर्म सम्पर्के लालन शाह्'र काछे साधारण मानुषेर ये जिज्ञासा ता तिनि तादेर व्याख्या करे बुझिये देन । तिनि मानुषके उपलब्धि करते बलेन, मानुष तार जन्मेर समय एवं मृत्युर समय की जातेर थाके । एकटि शिशु यथन पृथिवीते आसे तथन ऐ शिशूर कि विशेष कोनो जात थाके? थाके ना । कारण तथन तार गलाय तसबि वा मालार कोनो चिन्ह थाके ना । आवार एकजन मानुष यथन मृत्युबरण करे तथनो से कोनो विशेष धर्म चिन्ह वा जात निये याय ना । ताहले मानुषेर चेये मानुषेर जात-धर्म बड़ हय कीভाबे?

- » গর্তে গেলে কৃপজল কয়,  
গঙ্গায় গেলে গঙ্গাজল হয়,  
মূলে এক জল, সে যে ভিন্ন নয়,  
ভিন্ন জানায় পাত্র-অনুসারে ॥

লালন জগতের মানুষের কাছে নানা রূক্ষ সহজ ও সাধারণ  
বিষয়ের মধ্য দিয়ে তাঁর মানবতার বাণী মৃত্ত করে তোলেন।  
তিনি জলের উপমা দিয়ে মানুষে মানুষে অভিন্নতার বিষয়টি  
তুলে ধরেন। তিনি দেখান যে, জলের কোনো নাম নেই, বর্ণ  
নেই; পাত্র অনুসারে সেটির নামকরণ করা হয়। গর্তে থাকা  
জলকে আমরা সবাই কৃপজল বলি, আবার এই জল যখন  
গঙ্গায় যায় তখন তা গঙ্গাজল নাম ধারণ করে।

» জগৎ বেড়ে জেতের কথা,  
লোকে গৌরব করে যথা তথা,  
লালন সে জেতের ফাতা  
বিকিয়েছে সাধ বাজারে ॥

লালন মানুষের জাত-ধর্মের মিথ্যা অহংকারকে গুরুত্বহীন মনে  
করেন। অথচ পৃথিবীজুড়ে মানুষ জাত-ধর্মের গৌরব করে  
বেড়ায়। মিথ্যা এ অহংকারের বিশেষ কোনো মূল্য নেই। তারা  
জাত-ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের যে পরিচয় দিয়ে বেড়ায় সেটা তার  
আসল পরিচয় নয়। তার আসল পরিচয় সে মানুষ। জাত-  
ধর্মের চেয়ে মনুষ্যত্বের মূল্য অনেক বেশি। মানুষ জাত ও  
ধর্মভেদে যে ভিন্নতার কথা বলে— মরমি সাধক লালন শাহ্ তা  
বিশ্বাস করেন না।



ଅନୁଶୀଳନ



সেমা প্রস্তুতির জন্য 100% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে  
বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

প্রিয় শিক্ষার্থী, কবিতাটিতে সংযোজিত প্রশ্নোত্তরসমূহকে অনুশীলনী, বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল অংশে বিভক্ত করে শিখনফলের ধারায় উপস্থাপন করা হয়েছে। অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে প্রশ্নোত্তরসমূহ ভালোভাবে প্র্যাকটিস কর।



## অনুশীলনীর প্রশ্নাওর



## পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নের উত্তর শিখ



## ৪৩ বাহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

- সঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

স্কুল : পাঠাবইয়ের পাঠের উদ্দেশ্যা পঠা-৪।

► **তথ্য-ব্যাখ্যা** : মানুষের ধর্ম বা সম্প্রদায়গত পরিচিতির চেয়ে মানুষ হিসেবে পরিচয়টাই বড় হওয়া প্রয়োজন। তাই মানুষের মানবিক পরিচয়টাই বড় হওয়া উচিত।

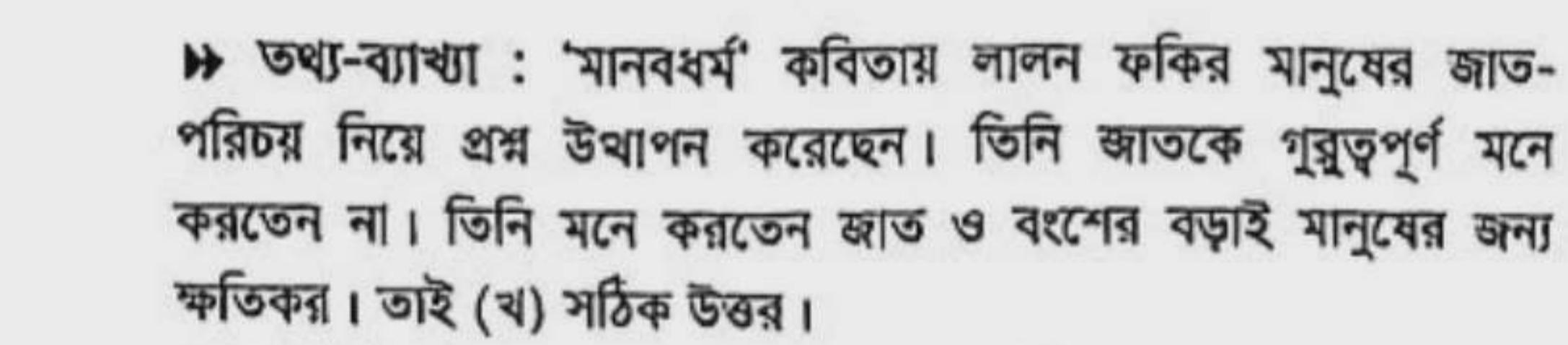
২. লালনের মতে মানুষের জন্য ক্ষতিকর—

  - জাতের বড়াই
  - কৃপের জল
  - বৎস কোলীন্য

## নিচের কোনটি সঠিক?

- i, ii & iii

সূত্র : পাঠ্যবইয়ের পাঠ-পরিচিতি, পৃষ্ঠা-৪।



উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :  
লালন শাহ্ রচিত গানটি 'মানবধর্ম' শিরোনামে গৃহীত হয়েছে।

৩. শিমোনামাটির মর্মার্থ নিচের কোন পঞ্জিকিতে প্রকাশ পেয়েছে?

  - (ক) এসো আজ মুঠি মুঠি মাখি সে আলো!
  - (খ) শুন হে মানুষ ভাই  
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।
  - (গ) কালো আৱ ধলো বাহিৱে কেবল  
ভিতৱ্বে সবার সমান রাঙা।
  - (ঘ) পথশিশু, নৱশিশু, দিদি মাঝে পড়ে  
দোহারে বাঁধিয়া দিল পরিচয় ডোরে।

[সূত্র : পাঠাৰইয়ের পাঠ-পরিচিতি, পাঠা-৪।।

» তথ্য-ব্যাখ্যা : 'মানবধর্ম' কবিতায় লালন ফকির মানুষকে সবচেয়ে  
বড় করে দেখেছেন। তার মতে মনুষ্যাত্মই মূলকথা। সম্প্রদায়গত

পরিচিতির চেয়ে মানুষ হিসেবে পরিচয়টাই বড়। ফলে 'মানবধর্ম' শিরোনামটির মর্মার্থ এই তে ফুটে উঠেছে। যেখানে মানুষকে সবার উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে। তাই এই সঠিক উত্তর।

#### ৮. উক্ত মর্মার্থে মূলত প্রকাশ পেয়েছে লালন শাহুর—

- i. অধ্যাত্মভাব
- ii. অসাম্প্রদায়িক চেতনা
- iii. মানবতাবোধ

নিচের কোনটি সঠিক?

- (১) ③ i ও ii      ④ i ও iii      ⑤ ii ও iii      ⑥ i, ii ও iii

[সূত্র : পাঠ্যবইয়ের পাঠ-পরিচিতি, পৃষ্ঠা-৪১]

► তথ্য-ব্যাখ্যা : 'মানবধর্ম' নামক শিরোনামটিতে মানুষকে সবকিছুর উক্তির স্থান দেওয়া হয়েছে। এখানে মূলত অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মানবতাবোধ প্রকাশ পেয়েছে। অধ্যাত্মভাব বা ঈশ্বরবিষয়ক চিন্তা প্রকাশ পায়নি। তাই ⑤ সঠিক উত্তর।

### ৩. সূজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

#### প্রশ্ন ১। 'জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে

সে জাতির নাম মানুষ জাতি;  
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত  
একই রবি শশী মোদের সাথি।  
বাহিরের ছোপ আঁচড়ে সে লোপ  
ভিতরের রং পলকে ফোটে  
বামুন, শূদ্র, বৃহৎ, ক্ষুদ্র  
কৃত্রিম ভেদ ধূলায় লোটে।'

ক. 'কৃপজল' অর্থ কী? ১

খ. জাতপাত নিয়ে বাড়াবাঢ়ি করা উচিত নয় কেন?— ব্যাখ্যা কর। ১২

গ. উদ্দীপক ও 'মানবধর্ম' কবিতায় মানুষের যে মিল পাওয়া যায় তা আলোচনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপক ও 'মানবধর্ম' কবিতায় যে ধর্মচর্চার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা হলো মনুষ্যধর্ম। ৮

#### ১নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৪

ক. • 'কৃপজল' শব্দের অর্থ কুয়োর পানি।

খ. • জাতিগত পরিচয় মানুষের আসল পরিচয় নয়। তাই জাতপাত নিয়ে বাড়াবাঢ়ি করা উচিত নয়।

• এই পৃথিবীতে নানা জাতি ধর্ম ও বর্ণের মানুষ বাস করে। কিন্তু এসবের ভিত্তিতে মানুষের প্রকৃত পরিচয় নির্ধারণ করা উচিত নয়।

### ► গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

#### ১. সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

#### মূলপাঠ ১। পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৪০

১. "শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই!"— এর সঙ্গে কোন পঞ্জির মিল রয়েছে? [চ. বো. '১৯]  
 ① জেতের চিহ্ন রয় কার রে  
 ② ভিন্ন জ্ঞানায় পাত্র অনুসারে  
 ③ জগৎ বেড়ে জেতের কথা  
 ২. ④ মূলে এক জল, সে যে ভিন্ন নয়

২. 'মানবধর্ম' কবিতার কবির মতে জলের ভিন্নতা হয় কী ভেদে? [য. বো. '১৯]

অথবা, জল কী অনুসারে ভিন্ন হয়?

- ⑤ অবস্থা
- ৬ পাত্র
- ৭ জাত

মনুষ্যধর্মের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হওয়া উচিত মানুষের পরিচয়। এই পৃথিবীতে সবাই একই রক্ত-মাংসে গড়া। তাই জাতপাত নিয়ে বাড়াবাঢ়ি করা উচিত নয়।

গ. • উদ্দীপক ও 'মানবধর্ম' কবিতায় পৃথিবীর সব মানুষকে এক জাতি হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছে, এখানেই উদ্দীপক ও 'মানবধর্ম' কবিতার মিল পাওয়া যায়।

• পৃথিবীতে মানুষের জাতিগত বা ধর্মীয় পরিচয় কোনো আসল পরিচয় নয়; তারা সবাই এক ও অভিন্ন মানবজাতি। সব মানুষ রক্ত-মাংসের তৈরি।

• উদ্দীপকে পৃথিবীর সব মানুষকে এক জাতি হিসেবে দেখা হয়েছে। মানুষকে 'মানুষ জাতি' বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কারণ পৃথিবীর সব মানুষ একই চন্দ্র-সূর্যের তাপ গ্রহণ করে বেঁচে থাকে। বাইরে আলাদা হলেও ভেতরে সবার এক। সবার শরীরেই লাল রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। 'মানবধর্ম' কবিতায় সাধক লালন শাহুর পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে কোনো ভিন্ন ভিন্ন জাত খুঁজে পান না। তিনি সব মানুষকে 'অভিন্ন এক জাতি' হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এভাবে উদ্দীপক ও 'মানবধর্ম' কবিতা পরম্পরার সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. • উদ্দীপক ও 'মানবধর্ম' কবিতায় যে-ধর্মচর্চার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা হলো মনুষ্যধর্ম।

• মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। পৃথিবীর সব মানুষ অভিন্ন এক জাত। ধর্ম, বর্ণ, জাতি ভেদে মানুষের মধ্যে যে বিভাজন সৃষ্টি করা হয়, তা মিথ্যা। জগতে মানবধর্মই শ্রেষ্ঠ।

• উদ্দীপকের চরণগুলোতে মানুষ জাতির স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। কারণ পৃথিবীর সব মানুষ এক ও অভিন্ন, বাহ্যিক চেহারায় কিছু পার্থক্য থাকলেও শরীরে প্রবাহিত রক্তের রং সবারই এক, তা হলো লাল। এ বন্ধবে অভিন্ন এক ধর্মের কথাই উঠে এসেছে। আর এ ধর্ম হলো মনুষ্যধর্ম। 'মানবধর্ম' কবিতায় কবি সব ধর্মকে পরিহার করে সেই মনুষ্যধর্ম চর্চার কথাই বলেছেন। কারণ মনুষ্যধর্মই মানুষের প্রকৃত পরিচয়।

• 'মানবধর্ম' কবিতায় লালন ফকির মানুষের জাত-পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। নিজে কোন ধর্মের বা জাতের এমন প্রশ্ন লালন সম্পর্কে আগেও ছিল, এখনও আছে। কিন্তু লালন বলেছেন জাতকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না। মনুষ্যধর্মই মূলকথা। উদ্দীপকেও সেই ধর্মের কথা উঠে এসেছে। কারণ এই ধর্মই মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা দেয়।

#### টপিকের ধারায় প্রশ্নীত



৩. শুন হে মানুষ ভাই—

সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।

—উন্মৃতাংশের মূলভাব নিচের কোন কবিতার ক্ষেত্রে অযোজ্য?

[যা. বো. '১৮; সকল বো. '১২]

অথবা, "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"— এই মনোভাবের ধারক কবিতা কোনটি?

[য. বো. '১৪; চ. বো. '১৪]

৫. নারী

৬. বৃপাই

৭. প্রার্থনা

৮. মানবধর্ম

৪. "মূলে এক জল"— বলতে 'মানবধর্ম' কবিতায় কী বোঝানো

[চ. বো. '১৮]

হয়েছে?

৫. একই রকম জল

৬. বৈষম্যহীনতা

৭. সবাই মানুষ

৮. অভিন্নতা

৫. "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই"— পঞ্জিকিটিতে 'মানবধর্ম' কবিতার কোন দিকটি প্রতিক্রিয়া হয়েছে? [সি. বো. '১৭]  
 ① দয়া প্রদর্শন      ④ পরোপকার  
 ② গুণ্যতা      ⑤ অধ্যাত্ম ভাব
৬. "জেতের কী রূপ, দেখলাম না এ নজরে।"— লালনের এ বক্তব্যে কী প্রকাশ পেয়েছে? [ব. বো. '১৭]  
 ② দুর্বোধ্যতা      ④ অহিংসা  
 ③ অসাম্প্রদায়িকতা      ⑤ উদারতা
৭. "চারি পাশে তার জমিল লোকের ভিড়/ বলিয়া উঠিল একজন আরে এ যে মেথরের ছেলে,/ ইহার জন্য বে-আকৃকু তুমি তাজা প্রাণ দিতে গেলে?" উদ্ধীপকের ভাবার্থের বৈপরীত্য দেখা যায় নিচের কোন কবিতায়? [দি. বো. '১৬]  
 ① নদীর স্বপ্ন      ④ মানবধর্ম  
 ② দুই বিঘা জমি      ⑤ পাছে লোকে কিছু বলে
৮. "কেউ মালা, কেউ তসবি গলায়" বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [জ. বো. '১৬]  
 ② আপাত দৃষ্টিতে ধর্মভেদ      ④ জাত-ধর্ম বড় নয়  
 ③ হিন্দু-মুসলমান      ⑤ জাতি-ধর্ম
৯. "নানান বরণ গাড়ী রে ভাই একই বরণ দুধ  
জগৎ ভৱিয়া দেখি একই মায়ের পুত্ৰ"— উক্ত চরণচরণে 'মানবধর্ম' কবিতার কোন ভাবটি প্রাসঙ্গিক? [রা. বো. '১৬]  
 ① ধর্মের অসমতা      ④ জন্মের সীমাবন্ধতা  
 ② জাতের অবস্থা      ⑤ মানুষের ভিন্নতা
১০. ব্রাহ্মণ চন্দল, চামার মুচি  
এক জলে হয় সবার শুচি  
—উদ্ধৃতাংশে 'মানবধর্ম' কবিতায় কোন মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে? [রা. বো. '১৫]  
 ① সাম্যবাদ      ④ সাম্প্রদায়িকতা  
 ② আভিজাত্য      ⑤ ধর্মানুভূতি
১১. "মূলে এক জল" চরণে লালন শাহু 'জল' বলতে বুঝিয়েছেন—  
 [ঘ. বো. '১৫; ব. বো. '১৪]  
 ② ধর্ম      ④ বৎশ  
 ③ জাত      ⑤ পবিত্রতা
১২. 'যথা তথা' শব্দটি ব্যবহার হয়েছে—  
 [ঘ. বো. '১৫]  
 ① বেমন তেজ      ④ যেখানে সেখানে  
 ② ধৰ্ম তখন      ⑤ যত তত
১৩. "মূলে এক জল, সে যে ভিন্ন নয়"— চরণের পূর্বের চরণ কোনটি?  
 [চ. বো. '১৫]  
 ④ তাইতে কী জাত ভিন্ন বলায়      ⑤ গর্তে গেলে কৃপজল কয়  
 ⑥ গঙ্গায় গেলে গঙ্গাজল হয়      ⑦ ভিন্ন জ্ঞানায় পাত্র অনুসারে
১৪. লালন 'জেতের ফাতা' সাত বাজারে বিকিয়েছেন কেন? [রা. বো. '১৪]  
 ① প্রয়োজন নেই বলে      ④ ক্ষতিকারক বলে  
 ② তুচ্ছতম বলে      ⑤ গুরুত্বহীন বলে
১৫. "ভিন্ন জ্ঞানায় পাত্র অনুসারে" লালন শাহুর মতে 'পাত্র' হলো—  
 [মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর]  
 ① ধর্ম      ④ কর্ম  
 ② বৎশ      ⑤ জন্ম
১৬. কারা লালনের জাত-পাত খুঁজে বেঢ়ায়?  
 ① সব লোক      ④ কিছু মানুষ  
 ② কিছু ধার্মিক      ⑤ দায়িত্বশীল মানুষ
১৭. 'মানবধর্ম' কবিতায় মালা ও তসবি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?  
 ① উপাদান      ④ বিষয়  
 ② প্রতীক

১৮. যারা গলায় মালা পরে তারা কোন ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি?  
 ① খ্রিস্টান      ④ হিন্দু  
 ② গুরুত্বশীল মানুষ      ⑤ বৌদ্ধ
১৯. কোন ধর্মের অনুসারীদের গলায় তসবি দেখা যায়?  
 ① হিন্দুধর্মের      ④ ইসলাম ধর্মের  
 ② খ্রিস্টধর্মের      ⑤ ইহুদি ধর্মের
২০. মূলের বিবেচনায় জলের আকার-প্রকার হবে—  
 ① অন্যথা      ④ ফাতা  
 ② যথা-তথা      ⑤ অভিম
২১. 'মানবধর্ম' কবিতার পাশে অভিক্ত প্রতিকৃতিটি কার?  
 ① সিরাজ সাইয়ের      ④ লালন শাহের  
 ② রবীন্দ্রনাথের      ⑤ আরজ আলির
২২. 'মানবধর্ম' কবিতাটিতে মোট কয়টি পঞ্জি রয়েছে?  
 ① দশটি      ④ বারোটি  
 ② চৌদ্দটি      ⑤ ষেলটি
২৩. মানুষের আসা-যাওয়া অর্থাৎ জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুর সময় জাত-ধর্মের কী থাকে না?  
 ① চিহ্ন নিয়ে জন্মায়      ④ কবরে চিহ্ন দেওয়া হয়  
 ② জাতচিহ্নের প্রকাশ থাকে না      ⑤ কখনো চিহ্ন থাকে, কখনো থাকে না  
 ২৪. লোকে যথা তথা কীসের গৌরব করে?  
 ① অর্থের      ④ বলের  
 ② জাতের      ⑤ সুবের
- শব্দার্থ ও টীকা** ► পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ৪১
২৫. 'মানবধর্ম' কবিতায় কৃপজল ও গঙ্গাজলের মধ্যে কোন দিক থেকে ভিন্নতা?  
 [রা. বো. '১৭]  
 ① ভৌগোলিক দিক      ④ পবিত্রতার দিক  
 ② পরিচ্ছমতার দিক      ⑤ অবস্থানগত দিক
২৬. 'মানবধর্ম' কবিতায় কবি কোনটিকে জন্ম-মৃত্যুর সাথে তুলনা করেছেন?  
 [ঘ. বো. '১৬]  
 ① বাজার      ④ জেতের ফাতা  
 ② কৃপজল      ⑤ যাওয়া আসা
২৭. 'গঙ্গাজল' হিন্দুদের কাছে কীসের প্রতীক?  
 [ঘ. বো. '১৪]  
 ① দেবতার      ④ পবিত্রতার  
 ② বিশুদ্ধতার      ⑤ মেহময়তার
২৮. "লালন কর, জেতের কী রূপ?" এখানে 'কর' বলতে বোঝানো হয়েছে—  
 ① কবে      ④ ভাবে  
 ② ধরে      ⑤ বলে
২৯. 'জেতের' বলতে বোঝায়—  
 ① জয়লাভের      ④ জাতের  
 ② দেহ বর্ণের      ⑤ ধার্মিকদের
৩০. 'গঙ্গাজল' বলতে বোঝায়—  
 ① আকাশ-গঙ্গার পানি      ④ গঙ্গা নদীর পানি  
 ② ধর্মসেবকদের পানি      ⑤ স্বচ্ছ-সুন্দর পানি
৩১. গঙ্গাজল কাদের কাছে পবিত্রতার প্রতীক?  
 ① হিন্দুদের      ④ মুসলিমদের  
 ② খ্রিস্টানদের      ⑤ নিয়োদের

## কুশি পাঠের উদ্দেশ্য ► পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৪।

৩২. 'মানবধর্ম' কবিতাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা জানবে—

[মতিবাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]

- ক সম্প্রদায়গত পরিচয় সবচেয়ে বড়  
 খ মানুষ হিসেবে পরিচয় সবচেয়ে বড়  
 গ ধর্মের পরিচয় সবচেয়ে বড়  
 ঘ অর্থ-সম্পদ সবচেয়ে বড়

৩৩. 'মানবধর্ম' কবিতাটির শিক্ষা নিচের কোনটিতে বলা হয়েছে?

- ক বিভেদ বজায় রেখে চলা উচিত  
 খ জাত-বিচার কোনো অন্যায় কিছু নয়  
 গ জাত-ধর্ম নিয়ে বাড়াবাঢ়ি না করা  
 ঘ জাতের নামে বজ্জাতি করা ভালো

## কুশি পাঠ-পরিচিতি ► পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৪।

৩৪. কোন কবিতাটি মূলত গান? [কু. বো. '১৫]

- ক প্রার্থনা  খ বঙ্গভূমির প্রতি  
 ঘ রূপাই  গ মানবধর্ম

৩৫. "কেউ মালা, কেউ তসবি গলায়"—এই চরণে কী প্রকাশ পেয়েছে? [সি. বো. '১৯]

- |   |  |
|---|--|
| <input type="radio"/> ক জাতের ভিন্নতা             | <input type="radio"/> খ বর্ণের বৈষম্য  |
| <input checked="" type="radio"/> ঘ মানুষের বৈষম্য | <input type="radio"/> গ কর্মের ভিন্নতা |
৩৬. 'মানবধর্ম' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে কবির— [সি. বো. '১৫]
- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <input type="radio"/> ক স্বাজাত্যবোধ        | <input type="radio"/> খ মনুষ্যত্ববোধ |
| <input checked="" type="radio"/> ঘ দেশপ্রেম | <input type="radio"/> গ প্রকৃতিপ্রেম |

৩৭. "মূলে এক জল, সে যে জিন নয়!"—এখানে মূলে শব্দটি ভারা কী বোঝানো হয়েছে? [ন্যাশনাল আইডিয়াল ছাল, ঢাকা]

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <input type="radio"/> ক প্রকৃত ঘৰুপে             | <input type="radio"/> খ ধর্ম পরিচয়ে |
| <input checked="" type="radio"/> ঘ পাত্র অনুসারে | <input type="radio"/> গ বর্ণ পরিচয়ে |

৩৮. "সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে"—কী হিসেবে গ্রন্থে গৃহীত হয়েছে? [ধীগাপালি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ]

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <input type="radio"/> ক কবিতা           | <input type="radio"/> খ গান     |
| <input checked="" type="radio"/> ঘ ছড়া | <input type="radio"/> গ ছেটগল্ল |

৩৯. 'মানবধর্ম' নামটি কার প্রদত্ত?

- |  |  |
|--|--|
| <input type="radio"/> ক লালন শাহের                       | <input type="radio"/> খ কবিতা সংকলকদের |
| <input checked="" type="radio"/> ঘ বিশিষ্ট মানবতাবাদীদের | <input type="radio"/> গ সিরাজ সাইয়ের  |

৪০. লালন শাহ কোনটি বিশ্বাস করেন না?

- |  |  |
|--|--|
| <input type="radio"/> ক জাত ও ধর্মভেদ            | <input type="radio"/> খ জন্ম পরিচয়          |
| <input checked="" type="radio"/> ঘ সৃষ্টিকর্তায় | <input type="radio"/> গ সৃষ্টিকর্তায় আশ্র্য |

৪১. মানুষ জন্ম-মৃত্যুর পরিচয় থেকে সবাই—

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <input type="radio"/> ক সম্যান                | <input type="radio"/> খ সহোদর        |
| <input checked="" type="radio"/> ঘ একত্রিবাসী | <input type="radio"/> গ একই স্বভাবের |

## কুশি কবি-পরিচিতি ► পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৪।

৪২. লালন শাহ কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? [দি. বো. '১৮]

- |  |   |
|--|---|
| <input type="radio"/> ক ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে            | <input type="radio"/> খ ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে |
| <input checked="" type="radio"/> ঘ ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে | <input type="radio"/> গ ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে |

৪৩. লালন শাহের দর্শন প্রকাশ পেয়েছে কীসের মাধ্যমে?

- [কু. বো. '১৬; দি. বো. '১৬]
- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <input type="radio"/> ক সাধনার           | <input type="radio"/> খ অভিজ্ঞতার |
| <input checked="" type="radio"/> ঘ গানের | <input type="radio"/> গ জ্ঞানের   |

৪৪. লালন শাহের গানে যে দর্শন প্রকাশ পেয়েছে তার মূল সুর কী?

- [চ. বো. '১৬]
- |   |  |
|---|--|
| <input type="radio"/> ক হিন্দু-মুসলমানের মিলন   | <input type="radio"/> খ মানবপ্রেম      |
| <input checked="" type="radio"/> ঘ অধ্যাত্ম ভাব | <input type="radio"/> গ বৈষম্য দূরীকরণ |

৪৫. কোনটি লালন শাহ-এর গানের বিষয়কস্তু নয়?

- ক অধ্যাত্মভাব ও মরমি রসব্যঞ্জনা  
 খ অসাম্প্রদায়িকতা  
 গ সাম্প্রদায়িকতা ও স্বাজাত্যবোধ

 ঘ মানবতাবাদ

৪৬. লালন শাহ কতটি গান রচনা করেছিলেন?

- ক দেড় সহস্রাধিক  খ সহস্রাধিক

- ঘ দুই সহস্রাধিক  গ অর্ধ-সহস্র

৪৭. লালন শাহের জীবনীর কোন বিষয় নিয়ে মতভেদ আছে? [কু. বো. '১৫]

- ক দর্শন  খ ধর্ম

- ঘ জন্ম  গ মৃত্যু

৪৮. লালন শাহের গানের বৈশিষ্ট্য কী?

- ক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবোধ

- খ অধ্যাত্ম ভাব ও মরমি রসব্যঞ্জনা

- গ প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক

- ঘ বাস্তবচিন্তা ও সমাজচেতনা

৪৯. লালনের গানে যে দর্শন প্রকাশ পেয়েছে—

[তিকারুনিসা নূন ছাল এভ কলেজ, ঢাকা]

অথবা, 'মানবধর্ম' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে—

[জয়পুরহাট সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

- ক অধ্যাত্মভাব

- ঘ সাম্প্রদায়িকতা

- গ অসাম্প্রদায়িকতা

৫০. কবি লালন শাহের চেতনায় কোনটি স্বার উৎরে?

[বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

- ক জাতি

- ঘ ধর্ম

- গ জগৎ

- ঘ মানুষ

৫১. লালন শাহ অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির মিলনে নতুন কী প্রচার করেন?

[বগুড়া জিলা ছাল]

- ক গান

- ঘ দর্শন

- গ ভিন্নতার সুর

৫২. লালন শাহের কবিমানসের ঘৰুপ কেমন?

- ক মানবতাবর্জিত ঘাধীন কবি  খ মানবতাবাদী মরমি কবি

- ঘ রোমান্টিক আবেগের কবি  গ প্রকৃতি পূজারি কবি

৫৩. লালন শাহ তার গানে নিজেকে কী হিসেবে উল্লেখ করেছেন?

- ক ফকির লালন

- ঘ ফকির-বাদশা

- গ ফকির-সম্মানী

- ঘ ফকির-মিসকিন

৫৪. লালন শাহ তাঁর দার্শনিকতা অর্জন করেছেন কীভাবে?

- ক অন্যকে দেখে

- ঘ নিজের অভিজ্ঞতায়

- গ সাধনা ছাড়াই

৫৫. লালন ফকির কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?

- ক কুষ্টিয়ার মিরপুরে

- ঘ কুষ্টিয়ার ছেউরিয়ায়

- গ বিনাইদহের কোট চাদপুর

৫৬. কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়ায়

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৫৬. 'ব্রাহ্মণ চন্দল চামার মুচি' এক জলেতে হয় গা শুচি'

উদ্দীপকটিতে 'মানবধর্ম' কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?

[ম. বো. '১৯]

- i. মানুষের বিভিন্নতায়

- ii. মানুষের অভিজ্ঞতায়

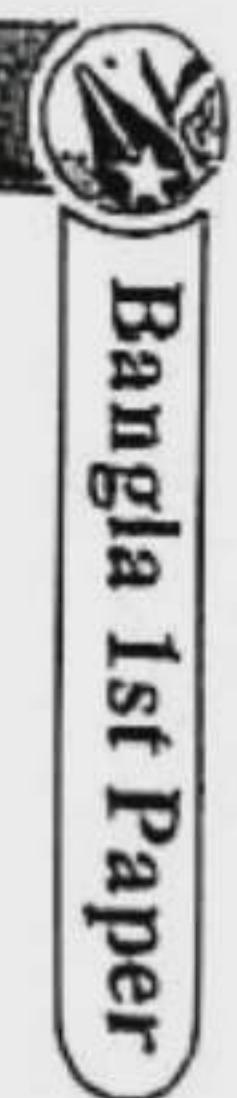
- iii. জাতের সমতায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- গ i  ঘ ii ও iii  গ ii ও iii  ঘ i, ii ও iii

- ঘ i, ii ও iii





- |     |  |                                |
|-----|--|--------------------------------|
| ৫৭. | 'মানবধর্ম' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে—   | জ. বো. '১৭                     |
|     | i. মানুষ হিসেবে পরিচয় সবচেয়ে বড়<br>ii. সম্প্রদায়ের পরিচয় সবচেয়ে বড় নয়<br>iii. ধর্মের পরিচয় সবচেয়ে বড় নয়                  |                                |
|     | নিচের কোনটি সঠিক?  |                                |
| ৪   | ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii   |                                |
| ৫৮. | "মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান"- পঞ্জিকিতে 'মানবধর্ম' কবিতার যে দিকটি প্রকাশ পেয়েছে— [খ. বো. '১৭; চ. বো. '১৬]        |                                |
|     | i. সাম্প্রদায়িক চেতনা<br>ii. অসাম্প্রদায়িক চেতনা<br>iii. মানুষের জয়গান  |                                |
|     | নিচের কোনটি সঠিক?  |                                |
| ৫   | ক) i ও ii      খ) ii ও iii      গ) iii      ঘ) i, ii ও iii   |                                |
| ৫৯. | লালনের গানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—  | [চ. বো. '১৭]                   |
|     | i. অধ্যাত্ম ভাব<br>ii. মরমি রসব্যঙ্গনা<br>iii. জীবন-দর্শন  |                                |
|     | নিচের কোনটি সঠিক?  |                                |
| ৬   | ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii   |                                |
| ৬০. | লালনের গানের মূল সুর—  | [রাজউক উচ্চরা মডেল কলেজ, ঢাকা] |
|     | i. অধ্যাত্মবাদ<br>ii. মানবতাবাদ<br>iii. ষষ্ঠা ও সৃষ্টি   |                                |
|     | নিচের কোনটি সঠিক?  |                                |
| ক   | ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii   |                                |
| ৬১. | মানবধর্ম বলতে বোঝায়— [মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বরিশাল]  |                                |
|     | i. মানুষে মানুষে বিভেদ না করা<br>ii. মানুষের প্রতি সমান দৃষ্টি<br>iii. মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া                              |                                |
|     | নিচের কোনটি সঠিক?  |                                |
| ৪   | ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii   |                                |
| ৬২. | 'গঙ্গাজল' কথাটির তাংপর্য হলো—  |                                |
|     | i. সৌমিত-সংকৌর্ণ পানি<br>ii. গঙ্গা নদীর পানি<br>iii. হিন্দুদের পবিত্র পানি   |                                |
|     | নিচের কোনটি সঠিক?  |                                |
| গ   | ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii   |                                |
| ৬৩. | লালনের ধর্মীয় পরিচয়ের জিজ্ঞাসাকে লালন যেভাবে মোকাবিলা করেছেন—  |                                |
|     | i. অসাম্প্রদায়িক আচ্ছাদেন প্রকাশ করে<br>ii. গানের মাধ্যমে থত্যুত্তর দিয়ে<br>iii. হিংস্তার পথ অবলম্বন করে                           |                                |
|     | নিচের কোনটি সঠিক?  |                                |
| ক   | ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii   |                                |
| ৬৪. | লালন তাঁর দার্শনিকতা অর্জন করেন—   |                                |
|     | i. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণের মাধ্যমে<br>ii. ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে<br>iii. জীবনাভিজ্ঞতার সাথে উপলব্ধির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে |                                |
|     | নিচের কোনটি সঠিক?  |                                |
| গ   | ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii   |                                |
| ৬৫. | লালন শাহ যে ধর্মীয় শাস্ত্র সম্বন্ধে প্রভৃত তত্ত্বকথা আয়ত্ত করেছিলেন—   |                                |
|     | i. হিন্দু ধর্মীয় শাস্ত্র<br>ii. মুসলমান ধর্মীয় শাস্ত্র<br>iii. খ্রিস্টমত ও তাদের জীবনচর্যা   |                                |
|     | নিচের কোনটি সঠিক?  |                                |
| ক   | ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii   |                                |

 অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

## গুরুত্বপূর্ণ সূজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



### শিখনফলের ধারায় প্রশ্নীত



#### প্রশ্ন ০১ বরিশাল বোর্ড ২০১৯

বামুন শুভ্র বৃহৎ শুভ্র

কৃত্রিম ভেদ ধূলায় লোটে।  
রাগে অনুরাগে নিন্দিত জাগে  
আসল মানুষ প্রকট হয়,  
বর্ণে বর্ণে নাইরে বিশেষ  
নিখিল জগৎ ব্রহ্ময়।

বৎশে বৎশে নাহিকো তফাত  
বনেদি কে আর গর-বনেদি

ক. লালন শাহ কী ধরনের কবি?

১

খ. 'লালন কয়, জেতের কী রূপ, দেখলাম না এ নজরে'— এ কথা  
ঘৰার কী বোঝানো হয়েছে?

২

গ. উদ্দীপকে 'মানবধর্ম' কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে— তা  
ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. 'উদ্দীপক ও 'মানবধর্ম' কবিতার মূল সুর একই'— উক্তিটি  
যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

৪

#### ১নং প্রশ্নের উত্তর

#### ► শিখনফল ১

**ক:** • লালন শাহ মানবতাবাদী মরমি কবি।

**খ:** • মানুষের জাত সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করতেই প্রশ্নোক্ত কথাটি  
বলা হয়েছে।

• মরমি সাধক লালন শাহ'র মানবধর্মের প্রতি কর্মকাণ্ডে জগতের  
লোকের মনে প্রশ্ন জাগে। লালন শাহ'র জাত কী? তিনি কোন ধর্মের,  
কোন বর্ণের, কোন জাতের, কোন গোত্রের লোক তা তারা জানতে  
চায়। কারণ লালন কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে কেবল  
মানবসত্ত্বের ওপর গুরুত্ব দেন। লালনসাধনার গভীরে যেতে পারে না  
বলেই মানুষ লালন শাহ'র কাছে জাত সম্পর্কে জানতে চায়। লালন  
বলেন, জগতে জাতের কোনো রূপ তার চোখে পড়েনি। তিনি কেবল  
মানুষ চেনেন, মানুষের তৈরি জাত-ধর্ম তার কাছে অর্ধহীন।

**গ:** • উদ্দীপকে 'মানবধর্ম' কবিতার মানবতাবোধ ও সাম্যচেতনার  
দিকটি ফুটে উঠেছে।

• পৃথিবীতে কোনো জাতিগত পরিচয় নিয়ে মানুষ জন্মগ্রহণ করে না।  
পৃথিবীতে আসার পর জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে তার পরিচয়  
নির্ধারিত হয়। এই মিথ্যা পরিচয়ের আবরণে চাপা পড়ে যায় মানুষ  
হিসেবে তার আসল পরিচয়টি।

• 'মানবধর্ম' কবিতায় কবি জাতি বৈষম্যের উৎক্ষেপণ মানবধর্মকেই স্থান  
দিয়েছেন। কারণ জন্ম-মৃত্যুর ক্ষেত্রে কোনো পরিচয়েই মানুষ পরিচিত  
হয় না। অথচ বাস্তবজগতে মানুষে মানুষে পাহাড়প্রমাণ বৈষম্য  
বিদ্যমান। উদ্দীপকেও বলা হয়েছে, জাতিগত পরিচয় মানুষের প্রকৃত  
পরিচয় নয়। জাত নয়, মানব-ধর্মকেই প্রাধান্য দিয়েছেন কবি। সব  
মানুষের শরীরে একই রন্ত প্রবাহিত এবং সবার জন্ম-মৃত্যু রহস্য একই।  
সবাই একই চাদ-সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়। উদ্দীপকে প্রকাশ  
পেরেছে মানুষে মানুষে বিভেদহীনতা ও মানবতাবোধ। আর এ বিষয়টি  
উপস্থাপনে উদ্দীপকটি 'মানবধর্ম' কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

**ঘ:** • "উদ্দীপক ও 'মানবধর্ম' কবিতার মূল সুর একই" — মন্তব্যটি যথার্থ।

• সব মানুষ একই স্বীকৃত সৃষ্টি। সবার শরীরে যে রন্ত প্রবহমান তার  
রং লাল। মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো এক হওয়া সত্ত্বেও মানুষ ধর্ম, জাতি,  
বর্ণের কৃত্রিম বিভেদ সৃষ্টি করেছে।

• উদ্দীপকে জাতিগত ও শ্রেণিগত বিভেদের অন্তঃসারশূন্যতাকে তুলে  
ধরা হয়েছে। জাতি-বর্ণ-গোত্রের যে পরিচয় তা কৃত্রিম। মনুষ্যধর্মের  
কাছে এসব পরিচয় তুচ্ছ হয়ে যায়। 'মানবধর্ম' কবিতায় কবি একথাই  
বলেছেন যে জাতপাত নয়, মনুষ্যধর্মই মূলকথা। এই মনুষ্যধর্মকে যারা

বড় করে দেখেন তাদের কাছে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই।  
মানবধর্মই তাদের কাছে একমাত্র ধর্ম, মানুষের মানুষে পরিচয়ই তাদের  
কাছে সব পরিচয়ের উৎক্ষেপণ।

• উদ্দীপকে কবির মতে সমগ্র বিশ্বচরাচরে এক মানব জাতি, সেখানে  
কোনো ভেদ নেই। কৃত্রিম পরিচয় যে মানব-ধর্মের কাছে তুচ্ছ এ  
বিষয়টিকেই বোঝানো হয়েছে। 'মানবধর্ম' কবিতায়ও এ সত্যই প্রকাশিত।  
তাই বলা যায় যে, উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতার আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ।

#### প্রশ্ন ০২ দিনাজপুর বোর্ড ২০১৯

মহাত্মা গান্ধী অহিংস আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা। তিনি  
অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন। জাত ধর্মের ভেদাভেদ ভূলে  
সব মানুষকে তিনি আপন করে নিয়েছিলেন। মানুষকে তিনি সবার  
উপরে স্থান দিতেন। তাই তিনি মানবতাবাদী মহান নেতা।

ক. জগৎজুড়ে লোকে কী নিয়ে গৌরব করে?

১

খ. 'তসবি' ও 'মালা' দিয়ে জাত ভিন্ন করা যায় না কেন?

২

গ. উদ্দীপকের সাথে 'মানবধর্ম' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিক বিচার  
কর।

৩

ঘ. "উদ্দীপকে মহাত্মা গান্ধীর চেতনা যেন 'মানবধর্ম' কবিতার  
কবির চেতনারই অনুরূপ"— এ বক্তব্যের সত্যতা নির্মপণ কর।

৪

#### ২নং প্রশ্নের উত্তর

#### ► শিখনফল ২

**ক:** • জগৎজুড়ে লোকে জাত নিয়ে গৌরব করে।

**খ:** • পৃথিবীর সব মানুষ একই রকম রন্ত-মাংসে গড়া বলে তসবি ও  
মালা দিয়ে জাত ভিন্ন করা যায় না।

• 'মানবধর্ম' কবিতায় কবি জাত-ধর্ম বৈষম্যের উৎক্ষেপণ মানবধর্মকেই  
স্থান দিয়েছেন। কারণ জন্ম-মৃত্যুর কালে মানুষের বিশেষ কোনো  
পরিচয় থাকে না। জগতে মানব জাতির মধ্যে ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের যে  
পার্থক্য দেখা যায় তা নিতান্তই বাইরের পার্থক্য। ভিতরে সব মানুষ  
এক ও অভিন্ন। এই অভিন্ন সত্ত্বাই হচ্ছে মানবধর্ম। মানুষের মধ্যে  
জাত-ধর্মের যে পার্থক্য দেখা যায় তা কৃত্রিম। এই পার্থক্যের কোনো  
ভিত্তি নেই। মানবধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম। এ কারণেই তসবি বা মালা  
দিয়ে জাত ভিন্ন করা যায় না।

**গ:** • উদ্দীপকের সাথে 'মানবধর্ম' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো  
মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনার দিকটি।

• পৃথিবীতে জাতি-ধর্ম, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় এবং উচ্চ-নিচু শ্রেণির মধ্যে যে  
পার্থক্য ও বৈষম্য রয়েছে তা অর্ধহীন। মানবতার চেতনায় উজ্জীবিত মানুষ  
কখনো জাত-ধর্ম বিচার করে না। তার কাছে সব মানুষই সমান।

• উদ্দীপকে এক মানবতাবাদী মহান নেতার কথা বলা হয়েছে। ইনি  
ভারতের অহিংস আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা মহাত্মা গান্ধী।  
তিনি মানুষকে মানুষ হিসেবেই বিবেচনা করতেন। কার কী জাত-ধর্ম-  
বর্ণ তা তার কাছে হিল অত্যন্ত গৌণ বিষয়। মুখ্য হিল মানবতাবোধ।  
উদ্দীপকে প্রতিফলিত মহাত্মা গান্ধীর অসাম্প্রদায়িক চেতনার দিকটি  
'মানবধর্ম' কবিতায় প্রতিফলিত ফর্কির লালন শাহের অসাম্প্রদায়িক চেতনার  
সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। ফর্কির লালনও জাত-পাতের পার্থক্যকে গুরুত্ব দেননি।  
তিনি পৃথিবীর সব মানুষকে অভিন্ন এক মানবজাতি মনে করেছেন। তিনি  
পৃথিবীব্যাপী মানুষের জন্য অভিন্ন মানবধর্মের কথা বলেছেন।

**ঘ:** • "উদ্দীপকে মহাত্মা গান্ধীর চেতনা যেন 'মানবধর্ম' কবিতার  
কবির চেতনারই অনুরূপ।"— মন্তব্যটি যথার্থ।

• পৃথিবীতে বিভিন্ন জাত-ধর্মের মানুষ বাস করে। তাদের সবার অভিন্ন  
এক পরিচয় মানুষ। কারণ জাত-পাত, ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ইত্যাদি মানুষের  
প্রকৃত পরিচয় নয়। সাম্যের দৃষ্টিতে পৃথিবীর সব মানুষ সমান। কারণ  
সবাই একই রকম রন্ত-মাংসে গড়া।

- উদ্দীপকে মানবতাবাদী মহাজ্ঞা গান্ধীর অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি পৃথিবীর মানুষের মধ্যে ধর্ম-বর্ণের জাতের পার্থক্যকে অবীকার করে মানুষকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাঁর এই চেতনা 'মানবধর্ম' কবিতায় প্রতিফলিত চেতনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ কবিতায় ফকির লালন শাহ্ত বিশেষ কোনো জাত-ধর্মের গুরুত্ব না দিয়ে কেবল মানবসভার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি এ কবিতায় মানবতাকে সবার উর্ধ্বে তুলে ধরে ভেদাভেদহীন মানব সমাজ গড়ে তোলার কথা বলেছেন। অসাম্প্রদায়িক মানবধর্মই তাঁর কাছে মানুষের প্রকৃত পরিচয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।
- 'মানবধর্ম' কবিতায় লালন শাহ্ত মানবধর্মের জ্যগান করেছেন। তাঁর মতে আপাতদৃষ্টিতে ধর্ম-বর্ণ, জাতি-গোষ্ঠী যাই হোক, মানুষের মূল পরিচয় সে মানুষ। উদ্দীপকের মহাজ্ঞা গান্ধীর চিন্তা ও কর্মেও এর প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি মানুষকে মানুষ হিসেবেই বিবেচনা করেছেন। এসব দিক বিচারে তাই বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

### প্রশ্ন ৩৩ যশোর বোর্ড ২০১৮

- মার্গারেট ম্যাথিউ প্যারিসের অধিবাসী। খ্রিস্টান হওয়া সত্ত্বেও সব ধর্মের মানুষের সাথেই তিনি প্রাণ খুলে মেশেন। দুর্দিনে মানুষের পাশে দোড়ানোকেই তিনি মানুষের ধর্ম বলে জানেন। তাঁর কাছে সাদা-কালো, ধনী-দরিদ্রের কোনো পার্থক্য নেই। মানুষের সেবা করতে পারলে তিনি নিজেকে খুব সুখী মনে করেন।
- ক. কবি লালন শাহ কত খ্রিস্টাদে মৃত্যুবরণ করেন? ১
- খ. 'জগৎ বেড়ে জেতের কথা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
- গ. 'মানবধর্ম' কবিতা ও উদ্দীপকের মধ্যে সাদৃশ্য কোথায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. 'মানবধর্ম' কবিতার সমগ্র ভাব উদ্দীপকে প্রকাশ পেয়েছে কি? ব্যুক্তিপূর্ণ মতামত দাও। ৪

৩২. প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ২

- ক.** • কবি লালন শাহ ১৮৯০ খ্রিস্টাদে মৃত্যুবরণ করেন।
- খ.** • চরণটিতে জাত নিয়ে গব করার বিষয়ে বলা হয়েছে।
- পৃথিবীতে সব মানুষই মানুষ পরিচয়ে জন্মায়। পরবর্তীতে একেকজন একেক জাতের অন্তর্ভুক্ত হয়। মানুষ নিজের জাত নিয়ে গব করে। জাতের গবের কথা যেখানে-সেখানে বলেও বেড়ায়। আসলে জাত নিয়ে এত গবের কিছুই নেই। সব মানুষের রক্ত এক এবং সবাইকে এক সময় মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাই জাত নিয়ে এত গব করা কিংবা যেখানে-সেখানে বলে বেড়ানোর কিছুই নেই। আলোচ্য চরণটিতে একথাই বলা হয়েছে।
- গ.** • সাম্য-চেতনা তথা মানবতাবোধের দিক দিয়ে 'মানবধর্ম' কবিতা ও উদ্দীপকের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে।
- পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বাস করে। তাদের সবার পরিচয় তারা মানুষ। কারণ জাত-পাত, ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ভেদাভেদে কখনই কাম্য হতে পারে না। মনুষ্যধর্মই মানুষের প্রকৃত পরিচয় হওয়া উচিত।
- উদ্দীপকের মার্গারেট ম্যাথিউ খ্রিস্টান হওয়া সত্ত্বেও সব ধর্মের মানুষের সাথে তিনি প্রাণখুলে শিখতে পারেন। কারণ তার কাছে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। তিনি দুর্দিনে সবার পাশে গিয়ে দোড়ান। সাদা-কালো, ধনী-গরিব তার কাছে সমান। মানবসেবাই তার কাছে মূল কথা। 'মানবধর্ম' কবিতায়ও কবি লালন শাহ মানবধর্মের কথা বলেছেন। কবি জাত-পাতের ভেদাভেদে মানেন না। মনুষ্যধর্মই তাঁর কাছে মূল কথা। মালা কিংবা তসবি জপলেই মানুষ আলাদা হয়ে যায় না। সকলেই এক ও অভিন্ন। কবিতায় প্রকাশিত এই মানবতাবোধ ও সাম্য-চেতনার সাথে উদ্দীপকের মানবতাবোধ ও সাম্য-চেতনার সাদৃশ্য রয়েছে।
- ঘ.** • হ্যাঁ, 'মানবধর্ম' কবিতার সামগ্রিক ভাব উদ্দীপকে প্রকাশ পেয়েছে।
- এ পৃথিবীতে নানা জাতি ও ধর্মের লোক বাস করে। কিন্তু এসবের ভিত্তিতে মানুষের প্রকৃত পরিচয় নির্ধারণ করা উচিত নয়। মনুষ্যধর্মের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হওয়া উচিত মানুষের আসল পরিচয়।

- উদ্দীপকে মানবতাবাদী মার্গারেট ম্যাথিউর কথা বলা হয়েছে। তাঁর কাছে ধর্ম-বর্ণের কোনো ভেদাভেদ নেই। তিনি দৃঢ়সময়ে সব ধর্মের মানুষের পাশে গিয়ে দোড়ান। নিজে খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী হলেও সব ধর্মের মানুষের সাথে প্রাণখুলে মেশেন। 'মানবধর্ম' কবিতায়ও একই চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। কবি এখানে মনুষ্যধর্মকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।
- 'মানবধর্ম' কবিতায় লালন ফকির মানুষের জাত-পাত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। কবির মতে জল গর্তে গেল কৃপজল এবং গঙ্গায় গেলে গঙ্গা জল হলেও জলের প্রকৃত ধর্ম থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না। মানুষেও তেমনি বিভিন্ন মতের অনুসারী হলেও মনুষ্যধর্মে সবাই সমান। সেখানে জাত-পাত, ধর্ম-বর্ণ-গোত্র কোনোকিছুরই পার্থক্য করা উচিত নয়। মনুষ্যধর্মই সবার মূল কথা হওয়া উচিত। কবিতার এই সামগ্রিক ভাবই উদ্দীপকের মূল কথা। তাই বলা যায় 'মানবধর্ম' কবিতার সমগ্র ভাব উদ্দীপকে প্রকাশ পেয়েছে।

### প্রশ্ন ৩৪ ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা

মাদার তেরেসা একজন মহীয়সী নারী। তিনি অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন। জাতধর্মের ভেদাভেদে ভুল মানবপ্রেমে উত্তুম্ব হয়ে একনিঃভাবে অসহায় মানুষের সেবা করে যান। গভীর মমতা ও অকৃত ভালোবাসা দিয়ে আর্তমানবতার সেবায় এগিয়ে যান। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষের স্থান সবার উপরে।

- ক. লোকজন কী নিয়ে গৌরব করে? ১
- খ. "যাওয়া কিংবা আসার বেলায়" বলতে কবি কী বুঝিয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকের সাথে 'মানবধর্ম' কবিতার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপক ও 'মানবধর্ম' কবিতার মূল সূর এক— উক্তিটি উদ্দীপক ও 'মানবধর্ম' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ২

- ক.** • লোকজন জাত-ধর্ম নিয়ে গৌরব করে।
- খ.** • 'যাওয়া কিংবা আসার বেলায়' বলতে লালন জন্ম বা মৃত্যুর সময়কে বুঝিয়েছেন।
- মানুষের জীবনে জন্ম ও মৃত্যু অনিবার্য সত্য। প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয়। জন্ম বা মৃত্যুর সময় মানুষ কোনো জাতের চিহ্ন নিয়ে আসে না বা যায় না। আর এই বিষয়টি বোঝাতেই লালন 'যাওয়া কিংবা আসার বেলায়' কথাটি বলেছেন।
- গ.** • উদ্দীপকের সাথে 'মানবধর্ম' কবিতার সাদৃশ্য বিদ্যমান।  
পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বাস করে। তাদের সবার পরিচয় মানুষ। কারণ জাত-পাত, ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ইত্যাদি মানুষের প্রকৃত পরিচয় নয়। মনুষ্যধর্মই মানুষের প্রকৃত পরিচয়। কারণ পৃথিবীর সব মানুষ একই রকম রক্ত-মাংসে গড়া।
- উদ্দীপকে মাদার তেরেসার সেবাধর্মের বর্ণনা করা হয়েছে। মানবতাবাদী এই মহীয়সী আর্তমানবতার সেবার মূর্ত প্রতীক। তিনি জাত-ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষের সেবা করেছেন। তাঁর কাছে মানবধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম হিসেবে গৃহীত হয়েছে। তিনি অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন। উদ্দীপকের এই বিষয়গুলো 'মানবধর্ম' কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ কবিতায় কবি মানুষের জাত-ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন তুলে এর অন্তঃসারশূন্যতা বোঝাতে মানুষের জন্ম-মৃত্যুর অভিন্ন ধারাটিকে নির্দেশ করেছেন। তাঁর কাছে তসবি-মালার কোনো ভেদ নেই। কারণ তিনি মানুষের জাত ও ধর্মভেদের ভিন্নতায় বিশ্বাস করেন না। উদ্দীপকের মাদার তেরেসাও ধর্মের ভিন্নতাকে গুরুত্ব দেননি। মানুষকে মানুষ হিসেবেই তিনি সেবা করেছেন।
- ঘ.** • উদ্দীপক ও 'মানবধর্ম' কবিতার মূল সূর এক— মন্তব্যটি যথার্থ।
- পৃথিবীতে ধর্ম, জাতি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় এবং উচু-নিচু শ্রেণির মধ্যে যে পার্থক্য ও বৈষম্য রয়েছে তা অর্থহীন। মানবতার চেতনায় উজ্জীবিত মানুষ কখনো জাত-ধর্ম বিচার করে না। তাঁর কাছে সব মানুষই সমান।

০ উদ্বীপকে অসামগ্রামিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এখানে মাদার তেরেসার মানবসেবার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর কাছে জাত-ধর্ম-বর্ণের ভেদ-বৈষম্য ছিল না। তিনি মনুষ্যধর্মকেই বড় করে দেখেছেন। তাঁর কাছে মানুষ বড়। আর্তমানবতার সেবায় তিনি মানুষকে জাত-ধর্ম দিয়ে বিচার করেননি। মানবতাবোধের এই চেতনাটি 'মানবধর্ম' কবিতার মূলভাবের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা। এখানে মানবতাবাদী কবি লালন শাহ জাতের ভেদাভেদকে গুরুত্ব না দিয়ে মনুষ্যধর্মকে বড় করে দেখেছেন। তাঁর কাছে মানবধর্মই মানুষের বড় পরিচয়। তিনি মানুষকে জাত-ধর্মভেদে ভিন্নতা করেননি। উদ্বীপকের মাদার তেরেসাও মানুষের ধর্মভেদকে গুরুত্ব দেননি।

০ 'মানবধর্ম' কবিতায় কবি লালন শাহ জাত-পরিচয় ভুলে সব মানুষকে সমান চোখে দেখেছেন। অসামগ্রামিক মানবধর্মই তার কাছে মানুষের প্রকৃত পরিচয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। উদ্বীপকের মূলকথাও তাই, মনুষ্যধর্মের জ্যোগান করা। মাদার তেরেসা জাত-ধর্মের ভেদাভেদ না করে সব মানুষের প্রতি সমানভাবে সেবার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এসব দিক বিচারে তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত সন্তব্যটি যথার্থ।

### প্রশ্ন ১০: বিষয় : মানুষের অসহায়ত্ব।

জীর্ণ-বন্ধ, শীর্ণ-গাত্র, ক্ষুধায় কঠ ক্ষীণ—  
ডাকিল পান্ধ, 'দ্বার খোলো বাবা, খাইনি তো সাত দিন!'  
সহসা বন্ধ হলো মন্দির, ভুখারি ফিরিয়া চলে,  
তিমির রাত্রি, পথ জুড়ে তার ক্ষুধার মানিক জ্বলে!  
তুখারি ফুকারি' কয়,  
'ঞ্জ মন্দির পূজারীর, হায় দেবতা, তোমার নয়!'

(তথ্যসূত্র : মানুষ—কাঙ্গী নজরুল ইসলাম)

- ক. কীসের মধ্য দিয়ে লালন শাহ-এর দর্শন প্রকাশ পেয়েছে? ১  
খ. গঙ্গাজল ও কৃপজল ভিন্ন নয় কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২  
গ. উদ্বীপকে প্রতিফলিত ভাবটি 'মানবধর্ম' কবিতার কোন ভাবের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. "উদ্বীপকে বর্ণিত মানুষের অসহায়ত্ব মোচনের আহ্বান 'মানবধর্ম' কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে।"— মন্তব্যটি বিচার কর। ৪

### ৫নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৩

**ক:** ০ গানের মধ্য দিয়ে লালন শাহ-এর দর্শন প্রকাশ পেয়েছে।

**খ:** ০ জলের ধর্ম এক হওয়ায় গঙ্গাজল ও কৃপজল ভিন্ন নয়।

০ জল তো জলই। তা গঙ্গার জলই হোক, আর কুয়োর জলই হোক। ভিন্ন স্থানে বা পাত্রে দখল করে আছে বলে তা আর ভিন্ন জল হয়ে যাবে না। জল জলই থাকবে। তার বর্ণ-গন্ধ ও ধর্মের কোনো পরিবর্তন হবে না। শুধু পাত্র অনুসারে নামকরণ করা হয় বলে গর্তে গেলে কৃপজল আর গঙ্গাজল গেলে গঙ্গাজল নাম ধারণ করে। তাই গঙ্গাজল ও কৃপজল ভিন্ন নয়।

**গ:** ০ উদ্বীপকে প্রতিফলিত ভাবটি 'মানবধর্ম' কবিতার মানবতাবোধের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

০ আমাদের এই পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বাস করে। তাদের বড় পরিচয়— তারা সবাই মানুষ। জাত-পাত, ধর্ম-গোত্র-বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে মানুষকে বিচার করলে মানবতা হারিয়ে যায়।

০ উদ্বীপকের কবিতাংশে মানুষের অসহায়ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। জীর্ণ বন্ধ, শীর্ণ শরীর নিয়ে পথিক খাবার পাওয়ার আশায় মন্দিরের পূজারিকে ঢাক দেয়। কিন্তু পূজারি মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দেয়। সাত দিনের ক্ষুধা নিয়ে এই অসহায় ব্যক্তি ফিরে চলে। 'মানবধর্ম' কবিতায় লালন শাহ মানুষের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে মানবতার কথা বলেছেন। তিনি জাত-পাত, ধর্ম-গোত্র-বর্ণ ইত্যাদির উর্ধ্বে মানুষের পরিচয়কেই বড় করে দেখেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে মনুষ্যত্ব ও মানবতাই মানুষের প্রকৃত পরিচয়। তাই বলা যায়, উদ্বীপকে প্রতিফলিত ভাবটি 'মানবধর্ম' কবিতার মানবতাবোধের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

**ঘ:** ০ "উদ্বীপকে বর্ণিত মানুষের অসহায়ত্ব মোচনের আহ্বান 'মানবধর্ম' কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে।"— মন্তব্যটি যথার্থ।

০ মানুষে মানুষে ভেদাভেদ আর অসহায়ত্বের কারণে পৃথিবী থেকে আজ মানবতা হারিয়ে যেতে বসেছে। মানুষকে তার জাত, বর্ণ, সম্প্রদায়, শ্রেণি, অর্থ-বিভিন্ন ইত্যাদি দিয়ে বিচার করা ঠিক নয়। মানুষের সৃষ্টি ভেদাভেদের কারণেই অপমানিত হয় মানবতা।

০ উদ্বীপকের কবিতাংশে কবি একজন মানুষের অসহায়ত্বের দিকটি প্রকাশ করেছেন। সাত দিন অত্যন্ত একজন মানুষ মন্দিরে খাবারের আশায় গেলে পূজারি মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দেয়। লোকটি অসহায়ত্ব নিয়ে ফিরে চলে। 'মানবধর্ম' কবিতায় লালন শাহ জাত-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ইত্যাদির উর্ধ্বে মানবতাকে বড় করে দেখেছেন। তাঁর কাছে মনুষ্যধর্মই মূলকথা। সব মানুষই সমান। কবি মনে করেন মানুষের একটি জাতি, আর তা হলো মানব জাতি।

০ উদ্বীপকে প্রকাশ পেয়েছে মানুষের অসহায়ত্ব, নির্দয়তা ও অমানবিকতা। অন্যদিকে 'মানবধর্ম' কবিতায় লালন শাহ মানুষকে বড় করে দেখে মানবতার জন্য গান গেয়েছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

### প্রশ্ন ১১: চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৭

সাম্প্রতিককালে মিয়ানমারে বসবাসরত মুসলিম রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের সেনাবাহিনী দ্বারা নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত হচ্ছে। মিয়ানমারের সেনাবাহিনী শত শত রোহিঙ্গাকে হত্যা করছে। অনেক রোহিঙ্গা মিয়ানমার ভূ-খণ্ড ছেড়ে প্রাণভয়ে অন্যত্র পালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এমনকি জাতিসংঘ পর্যন্ত রোহিঙ্গাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার হয়েছে।

- ক. 'জেতের ফাতা' অর্থ কী? ১  
খ. "মূলে এক জল, সে যে ভিন্ন নয়"— বলতে কী বোঝায়? ২  
গ. উদ্বীপকে 'মানবধর্ম' কবিতার কোন বিশেষ দিকটি ফুটে উঠেছে?— ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. উদ্বীপকটি 'মানবধর্ম' কবিতার মূলভাবকে আংশিক ধারণ করেছে— মন্তব্যটি সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

### ৬নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৪

**ক:** ০ 'জেতের ফাতা' অর্থ জাত বা ধর্মের বৈশিষ্ট্য।

**খ:** ০ "মূলে এক জল, সে যে ভিন্ন নয়"— বলতে কবি জগৎ জুড়ে থাকা মানুষের অভিভাবকে বোঝাতে চেয়েছেন।

০ কবি জগতের মানুষের কাছে নানা রকম সহজ ও সাধারণ বিষয় উপমার মাধ্যমে মানবতার বাণীকে মূর্ত করে তুলেছেন। তিনি জলের উপমা দিয়ে মানুষে মানুষে অভিভাবক বিষয়টি তুলে ধরেছেন। তিনি দেখান যে, জলের বিশেষ কোনো নাম নেই, পাত্র অনুসারে তার নামকরণ করা হয়। গর্তে থাকা জলকে আমরা কৃপজল বলি, আবার এ জল যখন গঙ্গায় যায় তখন তা গঙ্গাজল নাম ধারণ করে। এখানে জলের নামের যে সম্পর্ক তা পাত্রের সাথে সম্পর্কিত, জলের সাথে নয়। এভাবে তিনি মানুষকে বোঝাতে চেয়েছেন যে, মানুষ জলের মতো অভিন্ন সত্ত্বার অধিকারী। কৃপ ও গঙ্গা এখানে বিশেষ অর্থে মানুষের তৈরি মিথ্যা, জাত, ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদি বিষয়কে নির্দেশ করেছে। মূলত অভিন্ন মানবসত্ত্বকে তুলে ধরতে কবি প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছেন।

**গ:** ০ উদ্বীপকে 'মানবধর্ম' কবিতার জাতি-ধর্মের দিকটি ফুটে উঠেছে।

০ পৃথিবীতে সব মানুষ এক ও অভিন্ন। মানুষ মিথ্যে জাতিভেদ তৈরি করে মানুষে মানুষে বৈয়ম্য সৃষ্টি করে। এর ফলে সামাজিক সম্পর্ক ও সৌহার্দ্য নষ্ট হয়ে যায়।

০ উদ্বীপকে মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলমানদের দেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এখানে সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। 'মানবধর্ম' কবিতায় মানুষের মাঝে জাতি, বর্ণের বৈষম্যের কথা বলা হয়েছে। জাত-ধর্ম নিয়ে মানুষের মাঝে যে প্রচলিত ধারণা আছে, তা তুলে ধরা হয়েছে কবিতায়। তাই বলা যায়, উদ্বীপকে 'মানবধর্ম' কবিতার জাতি-ধর্মের দিকটি ফুটে উঠেছে।

**ঘ:** ০ উদ্বীপকটি 'মানবধর্ম' কবিতার মূলভাবকে আংশিক ধারণ করেছে— মন্তব্যটি সার্থক।

০ সব মানুষই সৈমান্যের সৃষ্টি। তাই সবাইই বড় পরিচয় হলো সে মানুষ। আর এ কারণেই মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ও বৈষম্য রাখা উচিত নয়।

- উদ্দীপকে রোহিঙ্গা মুসলমানদের প্রতি সাম্প্রদায়িক আগ্রাসনের কথা বলা হয়েছে। তারা তাদের দেশের সেনাবাহিনী দ্বারা নির্যাতিত হয়ে প্রাণ হারাচ্ছে। 'মানবধর্ম' কবিতায় মানুষের জাত নিয়ে বিভিন্ন ঘোষিত প্রশ্ন উপস্থাপিত হয়েছে। মানুষের জন্ম ও মৃত্যুর মাঝে জাতের কোনো চিহ্ন থাকে না। আর শ্রষ্টা যেখানে একজন, সেখানে জাতের এত ভিন্নতা দিয়ে কী আসে যায়?
- উদ্দীপকে শুধু রোহিঙ্গা মুসলমানদের কথা উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু 'মানবধর্ম' কবিতায় সব ধর্মের ও বর্ণের মানুষের কথা বলা হয়েছে। মানুষকে যেন জাত-ধর্ম দিয়ে বিচার করা না হয়, মানুষে মানুষে যেন বৈষম্য না থাকে সেদিকটি তুলে ধরা হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি 'মানবধর্ম' কবিতার মূলভাবকে পুরো নয়, আংশিক ধারণ করে।

#### প্রশ্ন ০৫ বিষয় : অসাম্প্রদায়িক চেতনা।

অসহায় জাতি মরিছে ড্বিয়া, জানে না সন্তরণ,  
কান্ডারী! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পণ!  
হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোনু জন?  
কান্ডারী! বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র!

[তথ্যসূত্র : কান্ডারী হুশিয়ার— কাজী নজরুল ইসলাম]

- ক. জাতের ফাতা কোথায় বিক্রি করার কথা বলা হয়েছে? ১
- খ. "জগৎ বেড়ে জেতের কথা, লোকে গৌরব করে যথা-তথা"—  
বুঝিয়ে লেখ। ২
- গ. উদ্দীপকটি 'মানবধর্ম' কবিতার সঙ্গে কোন দিক দিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ? ৩
- ঘ. "সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটিই কবিতার মূল বিষয়বস্তু"— মূল্যায়ন কর। ৪

#### ৭নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৪

- ক.** • জাতের ফাতা সাত বাজারে বিক্রির কথা বলা হয়েছে।
- খ.** • চরণচিতে জাত নিয়ে গর্ব করার বিষয়ে বলা হয়েছে।
- পৃথিবীতে সব মানুষই মানুষ পরিচয়ে জন্মায়। পরবর্তীতে একেকজন একেক জাতের অন্তর্ভুক্ত হয়। মানুষ নিজের জাত নিয়ে গর্ব করে। জাতের গর্বের কথা যেখানে-সেখানে বলেও বেড়ায়। আসলে জাত নিয়ে এত গর্বের কিছু নেই। সব মানুষের রক্ত এক এবং সবাইকে এক সময় মৃত্যুর স্বাদ প্রদর্শন করতে হবে। তাই জাত নিয়ে এত গর্ব করা কিংবা যেখানে-সেখানে বলে বেড়ানোর কিছু নেই। আলোচ্য চরণচিতে একথাই বলা হয়েছে।
- গ.** • উদ্দীপকটি 'মানবধর্ম' কবিতার সঙ্গে অসাম্প্রদায়িক চেতনার দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ।
- পৃথিবীতে কোনো মানুষ উচু জাতের, আবার কোনো মানুষ নিচু জাতের— এই পরিচয়ে বিভাজন করা হয়েছে। কিন্তু সব মানুষেরই একটাই পরিচয়— মানুষ। তাই জাত নিয়ে এত গর্বের কিছুই নেই।
- উদ্দীপকে অসহায় জাতিকে বাঁচানোর জন্য কাউকে হাল ধরতে বলা হয়েছে। কিন্তু সে হিন্দু নাকি মুসলমান সেই বিষয়ে কথা বলা একেকে অমূলক। কারণ জাতিকে বাঁচানোর জন্য জাতি-ধর্মের পরিচয় গুরুত্বপূর্ণ নয়। 'মানবধর্ম' কবিতায়ও মানুষের জাত ও ধর্ম নিয়ে বাঢ়াবাঢ়ি না করার কথা বলা হয়েছে। জাত নিয়ে গর্ব করা অমূলক— এ বিষয়টি কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। এভাবে উদ্দীপকটি 'মানবধর্ম' কবিতার সঙ্গে অসাম্প্রদায়িক চেতনার দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ।
- ঘ.** • "সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটিই কবিতার মূল বিষয়বস্তু"— মন্তব্যটি যথার্থ।
- মানুষে মানুষে সমতা না থাকলে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা থাকে না। তাই সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হলে মানুষে মানুষে বৈষম্য দূর করতে হবে।
- উদ্দীপকে মানুষের জাতের পরিচয় বিষয় না দেখে জাতির জীবনের সংকট থেকে উত্তরণের বিষয়টির দিকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। 'মানবধর্ম' কবিতায় জাত নিয়ে বাঢ়াবাঢ়ি না করার কথা বলা হয়েছে। সেখানে মানুষের জাত নিয়ে গর্ব না করার দিকটি ফুটে উঠেছে।
- উদ্দীপক 'মানবধর্ম' কবিতায় মানুষের জাত নিয়ে ভেদাভেদ না করার বিষয়ের সঙ্গে মিল রয়েছে। এই মিলের দিকটিই কবিতার মূল বিষয়বস্তু। এদিক বিচারে তাই বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

#### প্রশ্ন ০৬ বিষয় : মানবতাবাদ ও সাম্যবাদ।

আসিতেছে শুভ দিন  
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঝণ!  
হাতৃড়ি শাবল গাইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়,  
পাহাড়-কাটা সে পথের দু-পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,

.....  
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান,  
তাদেরি ব্যথিত বক্সে পা ফেলে আসে নব উথান!

[তথ্যসূত্র : কুলি-মজুর— কাজী নজরুল ইসলাম]

- ক. যাওয়া কিংবা আসার বেলায় কীসের চিহ্ন থাকে না? ১
- খ. "সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে।"— এ কথা দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ২
- গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'মানবধর্ম' কবিতার বৈসাদৃশ্য দেখাও। ৩
- ঘ. "ভেদাভেদাইন মানবসমাজ প্রতিষ্ঠাই উদ্দীপক ও 'মানবধর্ম' কবিতার মূল উদ্দেশ্য।"— মন্তব্যটি বিচার কর। ৪

#### ৮নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৪

- ক.** • যাওয়া কিংবা আসার বেলায় জাতের চিহ্ন থাকে না।
- খ.** • "সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে।"— এ কথা দ্বারা লালন শাহের জাত-ধর্ম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের যে জিজ্ঞাসা সেই কথা বোঝানো হয়েছে।
- মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। মানবধর্মই তার মূলকথা। অথচ মানুষ জাত ও ধর্মভেদে ভিন্নতার কথা বলে একজনের থেকে আরেকজন আলাদা করে রাখে। কবি মানুষের জাত ও ধর্মভেদে যে ভিন্নতা তা বিশ্বাস করতেন না। তাঁর দৃষ্টিতে পৃথিবীর সব মানুষ অভিন্ন এক জাত। কিন্তু যারা জাত-ধর্মে বিশ্বাসী তারা সব সময় লালন শাহের কী জাত তাই নিয়ে প্রশ্ন তোলে। সেই কথাই প্রকাশ পেয়েছে এখানে।
- গ.** • 'মানবধর্ম' কবিতায় সম্প্রদায়গত বিভেদে এবং উদ্দীপকে শ্রেণিগত বিভেদে সম্পর্কে বলা হয়েছে— এখানেই মূলত বৈসাদৃশ্য।
- মানবিক বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষ সবাই এক। সময়ের ও পরিস্থিতির কারণে মানবসমাজে অনেক বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। এই বিভেদে বিভিন্নমুখী। যেমন— অর্থনৈতিক, সাম্প্রদায়িক ও সামাজিক ইত্যাদি।
- উদ্দীপকের কবিতাংশে বলা হয়েছে সেসব মানুষের কথা, যারা পৃথিবীর সভ্যতা নিজ হাতে তৈরি করেছে। সেই সভ্যতার সুখ তারা ভোগ করতে পারেন। বরং সভ্যতার সুখভোগী মানুষের দ্বারা তারা অত্যাচারিত হয়েছে। আর আলোচ্য কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে সাম্প্রদায়িক বিভেদের কথা। একজনের সাথে আরেকজনের জাত-ধর্ম নিয়ে যে পার্দক্য তৈরি হয়েছে কবি তা পছন্দ করেন না। কিন্তু সাধারণ মানুষের যত্নে তা বিদ্যমান। এখানেই উদ্দীপকের সঙ্গে আলোচ্য কবিতার বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।
- ঘ.** • "ভেদাভেদাইন মানবসমাজ প্রতিষ্ঠাই উদ্দীপক ও 'মানবধর্ম' কবিতার মূল উদ্দেশ্য।"— মন্তব্যটির সাথে আমি একমত।
- 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই' কথাটি চির সত্য। মানুষের বাহ্যিক বা চেহারাগত ভিন্নতা থাকতে পারে, কিন্তু মানুষে মানুষে কোনো ভেদ থাকতে পারে না। কারণ মানুষ কোনো সম্প্রদায় বা শ্রেণিগত চিহ্ন নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না।
- উদ্দীপকের কবিতাংশে কবি সেসব মানুষের স্তুতি পাঠ করেছেন যারা বক্ষিত শ্রেণির প্রতিনিধি। অথচ তাদেরই রক্ত-ঘায়ে তৈরি হয় পৃথিবীর সবকিছু। কবি মনে করেন, তাদের শোষণ করে অবহেলায় দূরে সরিয়ে রাখার দিন শেষ হয়েছে। তারাও মানুষ, তাদেরও রয়েছে সমান অধিকার। 'মানবধর্ম' কবিতায়ও কবির দৃষ্টিতে সব মানুষ এক। সম্প্রদায়গত দিক থেকে মানুষ নিজেদের পৃথক মনে করলেও মূলে সব মানুষই এক। জাত-ধর্মের ভিত্তিতে মানুষ কখনো আলাদা হতে পারে না।
- উদ্দীপক এবং 'মানবধর্ম' কবিতায় সাম্য ও ভার্তাভুক্ত কথা বলা হয়েছে। দুই কবিই মানবতার জয়গান গেয়েছেন। উদ্দীপকে শ্রেণিগত বৈষম্য দূর করার কথা বলা হয়েছে। আর 'মানবধর্ম' কবিতায় সব সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে মানবতাকে স্থান দেওয়া হয়েছে। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

## প্রশ্ন ১৯ ময়মনসিংহ বোর্ড ২০১৯

দৃশ্যকল্প-১:

গাহি সাম্যের গান—  
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে, সব বাধা-ব্যবধান  
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রিশ্চান।

দৃশ্যকল্প-২: নহে আশরাফ আছে যার শুধু বংশ পরিচয়  
সেই আশরাফ জীবন যার পুণ্য কর্মময়।

ক. লালন শাহ কার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন?

১

খ. লালন জাত নিয়ে প্রশ্ন করতে বারণ করেছেন কেন?

২

গ. দৃশ্যকল্প-১-এর ভাবার্থ 'মানবধর্ম' কবিতার সাথে কীভাবে  
সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২-এর বিষয়বস্তু যেন কবির প্রত্যাশাই পূরণ করেছে—  
বিশ্লেষণ কর।

৪

## ৯নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৫

ক. • লালন শাহ সিরাজ সাই বা সিরাজ শাহুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

খ. • জাতিগত পরিচয় মানুষের আসল পরিচয় নয় বলে লালন জাত  
নিয়ে প্রশ্ন করতে বারণ করেছেন।

• এই পৃথিবীতে নানা জাতি, ধর্ম ও বর্ণের মানুষ বাস করে। এই  
জাতি-ধর্ম-বর্ণ দিয়ে মানুষের প্রকৃত পরিচয় নির্ধারণ করা যায় না। এই  
পৃথিবীতে সব মানুষই অভিন্ন এক জাতি। কারণ তারা সবাই একই রক্ত-  
মাংসে গড়া। কাজেই মনুষ্যধর্মের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হওয়া উচিত  
মানুষের পরিচয়। লালন তাই জাত নিয়ে প্রশ্ন করতে বারণ করেছেন।

গ. • দৃশ্যকল্প-১-এর ভাবার্থ 'মানবধর্ম' কবিতার অসাম্প্রদায়িক  
চেতনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

• পৃথিবীর সব মানুষ এক ও অভিন্ন। একই স্টারের সৃষ্টি এবং একই  
প্রকৃতিতে তারা বাস করে। বাইরে পার্থক্য থাকলেও তারা একই রকম  
রক্ত-মাংসে গড়া। তারা সবাই একই চন্দ্ৰ-সূর্যের আলোয় আলোকিত।

• 'মানবধর্ম' কবিতায় কবি মানবতার জয়গান করেছেন। তিনি জাতি  
বৈষম্যের উৎকর্ষে মানবধর্মকে স্থান দিয়েছেন। তার কাছে হিন্দু-মুসলিম  
ইত্যাদি ধর্ম বা বর্ণের মানুষের আলাদা কোনো পরিচয় নেই। তার  
কাছে সব ধর্মের সব জাতের মানুষ অভিন্ন এক মানবজাতি, তাদের  
সবার এক ধর্ম, তা হলো মানবধর্ম। উদ্দীপকের মূলভাব 'মানবধর্ম'  
কবিতার এই চেতনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। দৃশ্যকল্প-১ এ কবিও জাত-  
ধর্মের উৎকর্ষে উঠে সাম্যের গান গেয়েছেন। সব ধর্মের মানুষ অভিন্ন  
এক ধর্ম এসে মিলিত হয়েছে। তা হলো সাম্যবাদের দৃষ্টিতে মানবধর্ম।  
উভয়ক্ষেত্রে অসাম্প্রদায়িক চেতনার অভিন্ন প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ. • দৃশ্যকল্প-২-এর বিষয়বস্তু যেন কবির প্রত্যাশাই পূরণ করেছে—  
মন্তব্যটি যথার্থ।

• উচ্চ বংশপরিচয় বা ধর্ম-বর্ণের আভিজ্ঞাত্য বড় জিনিস নয়। কারণ মানুষ তার  
কর্ম দিয়ে এসবের উৎকর্ষে অবস্থান করতে পারে। তাই যারা জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও  
বংশের গৌরব করে তারা ভুল করে। কারণ পৃথিবীর সব মানুষই সমান।

• উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প-২ এ মানুষের উচ্চ বংশপরিচয় যে খুব গুরুত্বপূর্ণ  
বিষয় নয় তা নির্দেশ করা হয়েছে। একই সঙ্গে মানুষ কর্মগুণে যে বড়  
হতে পারে সেই দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। উদ্দীপকের এই চেতনাটি  
'মানবধর্ম' কবিতার মানবধর্মের চেতনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ  
কবিতায় লালন শাহ মনুষ্যধর্মের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। এখানে  
তিনি যে অসাম্প্রদায়িক ও সাম্যবাদী চেতনা তুলে ধরেছেন তা  
উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২-এর চেতনার সঙ্গে একসূত্রে গোথা। দৃশ্যকল্প-  
২-এর কবিতাংশেও উচ্চ-নিচু বংশের ও আভিজ্ঞাত্যবোধের বিষয়  
নেতৃত্বাচক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

• 'মানবধর্ম' কবিতায় কবি মানুষের মাঝে বিরাজমান ভেদাভেদ ভুলে  
সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সমাজ গড়ে তুলতে বলেছেন। কে  
ছোট, কে বড় সেই বিষয়টি মুখ্য নয়। মানবকল্পাণে আত্মনিয়োগ করে  
জীবনকে সার্থক করে তোলার বিষয়টিই মুখ্য। এই বিষয়টি দৃশ্যকল্প-  
২-এর মূলভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, যা 'মানবধর্ম' কবিতারও মূল  
বিষয়। এ দিক বিচারে ধৰ্মোন্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

## প্রশ্ন ১০ সিলেট বোর্ড ২০১৭

মধ্যবিত্ত পরিবারের যোগেন সন্তানের জন্মদিনে গ্রামের অন্যান্যদের  
সাথে বিভিন্নালী বৃপেশ বাবুকেও নিমজ্জন করেন। নিমজ্জনে এসে  
বৃপেশ বাবু দেখেন মালিনী শোভা দুই হাতে মসলা বাটচে। এ দৃশ্য  
দেখে না খেয়ে তিনি জরুরি কাজের কথা বলে বাঢ়ি চলে যান। তার  
এ আচরণে উপস্থিত সকলেই মর্মাহত হন।

ক. লালন শাহের গুরু কে ছিলেন?

১

খ. কৃপজল ও গঙ্গাজল কীভাবে অভিন্ন সত্তা? বুঝিয়ে লেখ।

২

গ. উদ্দীপকে বৃপেশ বাবুর আচরণে 'মানবধর্ম' কবিতার যে দিকটি  
ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. মালিনী শোভার মতো মানুষের মূল্যায়নের জন্য 'মানবধর্ম'  
কবিতার বক্তব্যের যথার্থতা বিচার কর।

৪

► শিখনফল ৫

ক. • লালন শাহের গুরু ছিলেন সাধক সিরাজ সাই।

খ. • কৃপজল ও গঙ্গাজল অভিন্ন সত্তা, কারণ সব জলের ধর্ম এক ও অভিন্ন।

• জলের নিজের কোনো ভিন্নতা নেই। সেটা গঙ্গার জলই হোক, আর কুয়োর  
জলই হোক— জল জলই। স্থান-পাত্রের ভিন্নতা হয়, জলের ভিন্নতা হয় না।  
জলের সাধারণ ধর্মের পরিবর্তন ঘটে না। যেখানে জল থাকে তার ভিন্ন ভিন্ন  
নাম থাকতে পারে। যেমন— কুয়োর জল, পুকুরের জল, নদীর জল, কলসির  
জল, পাসের জল। এভাবে ধারকের বা পাত্রের ভিন্নতার জন্য জলের ভিন্নতা  
হতে পারে না। তাই বলা যায়, কৃপজল ও গঙ্গাজল অভিন্ন সত্তা।

গ. • উদ্দীপকে বৃপেশ বাবুর আচরণে 'মানবধর্ম' কবিতার ধর্ম বা  
জাতের মিথ্যা অহমিকার দিকটি ফুটে উঠেছে।

• পৃথিবীতে মানুষে মানুষে ভেদাভেদে সৃষ্টি হয়েছে ধর্ম ও জাতির  
কারণে। বিভিন্ন গোষ্ঠী-সম্প্রদায়, উচ্চ-নীচ শ্রেণির নামে মানবসমাজে  
পার্থক্য ও বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে, যা মানবতার অবমাননা। কারণ সব  
মানুষকে এক করে দেখাই হলো মানবধর্ম।

• উদ্দীপকে যোগেনের সন্তানের জন্মদিনে গ্রামের অন্যদের সাথে  
বিভিন্নালী বৃপেশ বাবুকেও নিমজ্জন করা হয়। নিমজ্জনে এসে বৃপেশ বাবু  
মালিনী শোভাকে দুই হাতে মসলা বাটতে দেখে না খেয়ে বাঢ়ি চলে  
যান। তার এই জাত-পাতের মিথ্যা অহমিকায় সবাই মর্মাহত হয়।  
উদ্দীপকের বৃপেশ বাবুর এ আচরণকে 'মানবধর্ম' কবিতায় মানুষের  
মিথ্যে গৌরব বলে অভিহিত করা হয়েছে। কবি বলেন, 'লোকে গৌরব  
করে যথা-তথা'। পৃথিবীজুড়ে একশ্রেণির মানুষের জাত-পাত নিয়ে  
বাড়াবাড়ির দিকটিই উদ্দীপকের বৃপেশ বাবুর আচরণে ফুটে উঠেছে।

ঘ. • মালিনী শোভার মতো মানুষের মূল্যায়নের জন্য 'মানবধর্ম'  
কবিতার বক্তব্য যথার্থ তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

• জাতি-ধর্ম-বর্ণ ইত্যাদির কারণে পৃথিবীতে আজ মানুষে মানুষে  
বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। ফলে মানুষের দ্বারা মানুষ অপমানিত হয়ে  
মনুষ্যত্বের বিষয়টি হারাতে বসেছে। মনুষ্যত্বের মর্যাদা রক্ষার জন্য  
তাই সবার মাঝে মানবতাবোধ জাহাত করতে হবে।

• উদ্দীপকে যোগেন সন্তানের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে গ্রামের অন্যদের সাথে  
বিভিন্নালী বৃপেশ বাবুকেও নিমজ্জন করা হয়। কিন্তু বৃপেশ বাবুর আচরণে  
সমাজের নিচু শ্রেণির মানুষের প্রতি হীন দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে।  
নিমজ্জনে এসে মালিনী শোভাকে দুই হাতে মসলা বাটতে দেখে বৃপেশ বাবু  
না খেয়ে বাঢ়ি চলে যান। তার এই আচরণে উপস্থিত সবাই যুব  
মর্মাহত হয়। উদ্দীপকের বৃপেশ বাবুর জাত-পাত নিয়ে এমন মনোভাবকে  
'মানবধর্ম' কবিতায় 'লোকে গৌরব করে যথা-তথা' বলে অভিহিত করা  
যায়। শ্রেণিপার্থক্য ও বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থায় তথাকথিত উচু জাতের  
মিথ্যে আত্মগৌরবের বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

• মানুষের মাঝে মনুষ্যত্ববোধ থাকলেই সে মানুষ হিসেবে পরিগণিত  
হয়। কিন্তু উদ্দীপকের মালিনী শোভা মনুষ্যত্বের মূল্যায়নটুকু পায়নি।  
আলোচ রচনায় লালন শাহ যে মানবতার কথা শুনিয়েছেন তা  
সঠিকভাবে পালন করলেই মালিনী শোভার মতো মানুষের মূল্যায়িত  
হবে। তাই বলা

**প্রশ্ন ১১ বরিশাল বোর্ড ২০১৭**

হরিনাপুর হিন্দু অধ্যুষিত একটি এলাকা। তবে মুসলমানদের সাথে তাদের সম্পর্ক অভ্যন্তর নিবিড়। সম্প্রিতিভাবে তারা জমির শেখকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেন। পূজা-পার্বণ, বিয়ে-শাদি, দৈদ-উৎসবে বোঝার উপায় থাকে না উৎসব কাদের। এসব ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন জমির শেখ। জনসেবায় অভিতীয় এই ব্যক্তিত্ব সকলের প্রিয় মানুষ। কিন্তু প্রতিবেশী ছমির ব্যাপারী বিষয়টিকে বাঢ়াবাড়ি বলে মনে করেন।

ক. কৃপজল ও গঙ্গাজলকে কখন ভিন্ন বলা যায়? ১

খ. 'মানবধর্ম' কবিতায় মানবজাতিকে কীভাবে অভিন্ন হিসেবে উপস্থাপন করা হয়? ২

গ. উদ্দীপকের ছমির ব্যাপারীর মানসিকতায় লালনের অনুপস্থিত দিকটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের চেয়ারম্যানের মাঝে ফুটে ওঠা দিকটিই যেন 'মানবধর্ম' কবিতার মূলকথা— যুক্তিসহ বুঝিয়ে লেখ। ৪

**১১নং প্রশ্নের উত্তর**

► শিখনফল ৫

**ক.** • ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে রাখলে কৃপজল ও গঙ্গাজলকে ভিন্ন বলা যায়।

**খ.** • 'মানবধর্ম' কবিতায় মানবিকতা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় মানবজাতিকে অভিন্ন হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

• 'মানবধর্ম' কবিতায় লালন ফকির মানুষের জাত-পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন উপস্থাপন করেছেন। তিনি জাত-ধর্মকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না। তাঁর কাছে মনুষ্যধর্মই মূল কথা। মানুষ জাত ও ধর্মভেদে যে ভিন্নতার কথা বলে তা লালন বিশ্বাস করেন না। 'মানবধর্ম' কবিতায় তাঁর এই অসাম্প্রদায়িক ও সাম্যবাদী চেতনায় মানবজাতিকে অভিন্ন হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

**গ.** • উদ্দীপকের ছমির ব্যাপারীর মানসিকতায় লালনের অসাম্প্রদায়িক চেতনার দিকটি অনুপস্থিত।

• মানুষের মহত্ত্ব, উদারতা, সহানুভূতিশীলতার মধ্যেই তার প্রকৃত মানবসভাব বৈশিষ্ট্য নিহিত। যেকোনো ধরনের সংকীর্ণতা ও অমানবিকতাই একজন মানুষ থেকে অন্য মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়।

• 'মানবধর্ম' কবিতায় মানবতাবাদী কবি লালন ফকিরের অসাম্প্রদায়িক চেতনার বহিপ্রকাশ ঘটেছে। তিনি কখনো জাত-পরিচয়কে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেননি। মনুষ্যধর্মই তাঁর কাছে মূল কথা। লালন ফকিরের এই অসাম্প্রদায়িক চেতনাটি উদ্দীপকের ছমির ব্যাপারীর মাঝে অনুপস্থিত। কেননা তিনি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে উৎসব পালন করাকে বাঢ়াবাড়ি মনে করেন। তাই বলা যায়, লালনের মানবতাবাদী ও অসাম্প্রদায়িক চেতনাটি ছমির ব্যাপারীর মাঝে অনুপস্থিত।

**ঘ.** • উদ্দীপকের চেয়ারম্যানের মাঝে ফুটে ওঠা দিকটিই যেন 'মানবধর্ম' কবিতার মূল কথা— মন্তব্যটি যথার্থ।

• এ পৃথিবীতে নানা জাতি, ধর্ম ও বর্ণের মানুষ বাস করে। কিন্তু এসবের ভিত্তিতে মানুষের প্রকৃত পরিচয় নির্ধারণ করা উচিত নয়। কারণ এ পৃথিবীর সবাই একই রন্ধন-মাংসে গড়া। জাত-ধর্ম নিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করা তাই বোকামি।

• উদ্দীপকের চেয়ারম্যানের মাঝে অসাম্প্রদায়িকতা ও মানবতা বোধের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। তিনি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সব ধর্মের উৎসব-আনন্দে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেন। নিজেও ধর্ম-বর্ণের উর্ধ্বে গিয়ে সবার সেবা করেন। তাঁর এই চেতনাটি 'মানবধর্ম' কবিতার মূল সুর।

• 'মানবধর্ম' কবিতায় কবি জাত-ধর্মের ভিন্নতাকে স্বীকার করেননি। কবির কাছে মনুষ্যধর্মই মূল কথা। তাঁর কাছে সবাই সমান। কবিতার এই মূল সুর উদ্দীপকের চেয়ারম্যান সাহেবের মানসিকতা ও কর্মকাণ্ডের মাঝে ফুটে উঠেছে। তাই বলা যায়, প্রশ্নের মন্তব্যটি যথার্থ।

**প্রশ্ন ১২ আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিবিল, ঢাকা**

আফতাব সাহেবের বাড়ির সিঁড়ি মোছার কাজ করে সবিতা। দারোয়ান তালেবুর দু দুই দুটি ছুটি নেয় আর সবিতা ছুটি পায় পূজায়। আর দারোয়ান তালেবুর সবিতা ছেলেকে নিজের নাতির

মতোই আদর করে। দুজন ভিন্ন ধর্মাবলক্ষী হওয়া সত্ত্বেও তাদের সম্প্রীতি দেখে আফতাব সাহেব পৃথিবীতে মানবতা আর মনুষ্যত্বেই প্রকৃত মানুষের পরিচয়।

**ক.** হিন্দুদের কাছে গঙ্গাজল কীসের প্রতীক? ১

**খ.** লালন শাহ 'জেতের ফাতা' সাত বাজারে বিকিয়েছেন কেন? ২

**গ.** উদ্দীপকে 'মানবধর্ম' কবিতার কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

**ঘ.** "বিষয়বস্তুর গভীরতায় উদ্দীপক থেকে 'মানবধর্ম' কবিতার পরিসর অধিকতর বিস্তৃত"- মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

**১২নং প্রশ্নের উত্তর**

► শিখনফল ৫

**ক.** • হিন্দুদের কাছে গঙ্গাজল পবিত্রতার প্রতীক।

**খ.** • লালন শাহ 'জেতের ফাতা' সাত বাজারে বিকিয়েছেন। কারণ তিনি জাতকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করেন নি। তার মতে মনুষ্য ধর্মই মূলকথা।

• মরমি সাধক লালন শাহ মানবধর্মের অনুরাগী ছিলেন। তাই লোকের মনে প্রশ্ন জাগে— লালন শাহৰ জাত কী? তিনি কোন ধর্মের, কোন বর্ণের, কোন জাতের, কোন গোত্রের লোক তা তারা জানতে চায়। কারণ লালন কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি অনুরাগী ছিলেন না। তিনি ধর্মকে গুরুত্ব না দিয়ে মানুষকে গুরুত্ব দিতেন। লালনসাধনার গভীরে যেতে পারে না বলেই মানুষ লালন শাহৰ কাছে জাত সম্পর্কে জানতে চায়। লালন বলেন, জগতে জাতের কোনো বৃপ্ত তাঁর চোখে পড়েনি। তিনি কেবল মানুষ চেনেন, মানুষের তৈরি জাত-ধর্ম তাঁর কাছে অর্থহীন।

**গ.** • উদ্দীপকে 'মানবধর্ম' কবিতার অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

• পৃথিবীর সব মানুষ সমান। সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে ধর্ম, বর্ণ গোত্রের যে পার্থক্য দেখা যায় তা মানুষের প্রকৃত পরিচয় নয়। প্রকৃত পরিচয় হচ্ছে তারা সবাই মানুষ এবং একই স্তরের সৃষ্টি।

• উদ্দীপকে হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে সুসম্পর্ক এবং একে অন্যের প্রতি মমতার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। এখানে ধর্ম, বর্ণ ও উচু-নিচু জাতের পার্থক্য মান হয়ে গেছে। এই বিষয়টি 'মানবধর্ম' কবিতায় প্রতিফলিত অসাম্প্রদায়িক চেতনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। 'মানবধর্ম' কবিতায় কবি মানুষকে জাত-ধর্ম নিয়ে বাঢ়াবাড়ি না করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি অভ্যন্ত যৌক্তিকভাবে দেখিয়েছেন যে, আসা কিংবা যাওয়ার কালে অর্ধাং জন্ম কিংবা মৃত্যুর সময় মানুষের ধর্ম-বর্ণের কোনো পরিচয় থাকে না। তখন মানুষের একটাই পরিচয় থাকে, তা হলো সে মানুষ। উদ্দীপকে ও কবিতায় মানবধর্মের এই চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে। আফতাব শাহের তালেবুর এবং সবিতাকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দিয়েছেন।

**ঘ.** • "বিষয়বস্তুর গভীরতায় উদ্দীপক থেকে 'মানবধর্ম' কবিতার পরিসর অধিকতর বিস্তৃত"- মন্তব্যটি যথার্থ।

• পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণের লোক বাস করে। তাদের সবার অভিন্ন পরিচয় তারা মানুষ। কারণ জাত-পাত ধর্ম-বর্ণ গোত্র ইত্যাদি মানুষের প্রকৃত পরিচয় নয়। মনুষ্যধর্মই মানুষের প্রকৃত ধর্ম। মানুষ পরিচয়ই সবচেয়ে বড় পরিচয়।

• 'মানবধর্ম' কবিতায় কবি জাত-ধর্ম বৈষম্যের উর্ধ্বে মানবধর্মকে স্থান দিয়েছেন। এই বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য তিনি যথোপযুক্ত যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন জন্ম-মৃত্যুর কালে মানুষের বিশেষ কোনো পরিচয় থাকে না। জগতে মানবজাতির মধ্যে ধর্ম-বর্ণ গোত্রের যে পার্থক্য দেখা যায় তা নিতান্তই বাইরের পার্থক্য। ভিতরে সব মানুষ এক ও অভিন্ন। এই অভিন্ন সভাই হচ্ছে 'মানবধর্ম'। মানুষে মানুষে এই পার্থক্যইন্তার বিষয়টি উদ্দীপকের এভাবে তুলে ধরা হয়নি। সেখানে আফতাব সাহেবের সতার বাড়ির কাজের লোকদের প্রতি যে মানবিক আচরণ করেছেন তা কবিতার মতো এত বিস্তৃত নয়। তিনি তালেবুরকে স্টেডে এবং সবিতাকে পূজায় ছুটি দিয়ে সাম্প্রদায়িক বৈষম্য ঘূঁটিয়েছেন।

• 'মানবধর্ম' কবিতায় কবি মানবতার জয়গান গেয়েছেন। যারা এর বিরোধিতা করে অর্ধাং জাত-ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন তোলে, তাদেরকে যুক্তির মাধ্যমে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, ধর্ম-বর্ণ-জাতি-গোষ্ঠী যাই হোক, মানুষের মূল পরিচয় সে মানুষ। উদ্দীপকের আফতাবের মাধ্যমে কবির এই জোরালো বক্তব্যে

## অধিকতর অনুশীলন সহায়ক সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক



## মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত

- ১। আরাম সুখের, মানুষ হইয়া নিতে মানুষের সেবা।  
ইসলাম বলে, সকলে সমান, কে বড় ক্ষুদ্র কেবা।  
ভৃত্য চড়িল উটের পৃষ্ঠে— উমর ধরিল রশি,  
মানুষে বর্গে তুলিয়া ধরিয়া ধুলায় নামিল শশী।  
জানি না, সেদিন আকাশে পুষ্প বৃক্ষ হইল কিনা,  
কি গান গাহিল মানুষে সেদিন বন্দি' বিশ্ববীণা।  
জানি না, সেদিন কেরেশতা তব করেছে কিনা স্তব—  
অনাগত কাল গেয়েছিল শুধু, 'জয় জয় হে মানব।'  
ক. লালন ফকির কোথায় মৃত্যুবরণ করেন? ১  
খ. "লালন কয়, জেতের কী রূপ, দেখলাম না এ নজরে।"—  
কথাটি বুঝিয়ে দাও। ২  
গ. 'মানবধর্ম' কবিতার কোন দিকটি উদ্দীপকে প্রকাশ  
পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. "উদ্দীপকের মূলভাব ও 'মানবধর্ম' কবিতার মূলভাব একই  
ধারায় প্রবাহিত।"— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪
- ২। হিন্দুরা সব বন্ধু আমার মুসলমানরা ভাই  
বৌদ্ধ আর খ্রীষ্টানেও কোনো ভেদাভেদ নাই  
আমি মানুষ ভাই মানুষকে আমি পূজি  
মানুষের মাঝে ধর্মের বেড়া কভু নাহি খুঁজি  
না খেয়ে যরেনি কো কভু কোনো হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টান  
মায়ের বুকে সমান দুপুর পেয়েছে ইহুদিরও সন্তান।  
তবে তোমরা কেন বিভেদ করো ধর্ম ধর্ম ভাই?  
এসো মানুষ হয়ে থাকি সব কাঁধে কাঁধ মিলাই।

- ক. লালনের গানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কী? ১  
খ. জাতপাত নিয়ে বাড়াবাঢ়ি করা উচিত নয় কেন— ব্যাখ্যা কর। ২  
গ. উদ্দীপকটি 'মানবধর্ম' কবিতার সাথে কোন দিক দিয়ে  
সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. উদ্দীপক ও 'মানবধর্ম' কবিতায় অসাম্প্রদায়িক চেতনারই  
প্রকাশ পেয়েছে— ব্যাখ্যা কর। ৪
- ৩। পৃথিবীময় যে সংঘাত চলছে, তা প্রশংসনের জন্য প্রয়োজন  
মানুষকে ভালোবাসা। অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে ধারণ করে  
একসঙ্গে চলা, একসঙ্গে বসবাসের মাধ্যমেই কেবল সমাজে  
সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদেরকে  
একই ছাদের নিচে একই সৃষ্টিকর্তার সন্তান হিসেবে বসবাস  
করতে হবে। কারণ তিনি সকল মানুষের মধ্যে রয়েছেন।  
পৃথিবীময় যে সংঘাত ও হানাহানি, তার মূলে রয়েছে ধর্মীয়  
জ্ঞানের অভাব। সকল ধর্মই শান্তির কথা বলেছে এবং সকল  
মহামনীষীই শান্তি, অহিংসা ও সম্প্রীতির বাণী প্রচার করেছেন।  
মানুষ হয়ে মানুষকে ভালোবেসে, উঁচু-নিচু ভেদাভেদ না করে  
আমরা সমাজকে শান্তিময় করতে পারি।  
ক. লালন শাহ্ কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? ১  
খ. 'যাওয়া কিংবা আসার বেলায়'— বলতে কবি কী  
বুঝিয়েছেন? ব্যাখ্যা কর। ২  
গ. উদ্দীপকে 'মানবধর্ম' কবিতার কোন দিকটির প্রতিফলন  
ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. "উদ্দীপকের মূলভাব এবং 'মানবধর্ম' কবিতার মূলভাব  
এক ও অভিন্ন।"— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

## জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

## টপিকের ধারায় প্রণীত



## প্রস্তুতি উপযোগী জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

- প্রশ্ন ১। লালন শাহ্ গানে নিজেকে কী হিসেবে উল্লেখ করেছেন?  
[মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা]  
উত্তর : লালন শাহ্ গানে নিজেকে 'ফকির লালন' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
- প্রশ্ন ২। কে বলেন জাতের কী রূপ দেখলাম না এ নজরে?  
উত্তর : লালন শাহ্ বলেন, জাতের কী রূপ দেখলাম না এ নজরে।
- প্রশ্ন ৩। লালন শাহ্ কোনটি দেখতে পাননি?  
উত্তর : লালন শাহ্ জাতের ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখতে পাননি।
- প্রশ্ন ৪। কেউ মালা, কেউ কী গলায়?  
উত্তর : কেউ মালা, কেউ তসবি গলায়।
- প্রশ্ন ৫। জল গর্তে গেলে কী কয়?  
উত্তর : জল গর্তে গেলে কৃপজল কয়।
- প্রশ্ন ৬। জল গঙ্গায় গেলে কী হয়?  
উত্তর : জল গঙ্গায় গেলে গঙ্গাজল হয়।
- প্রশ্ন ৭। জগৎ বেড়ে কীসের কথা?  
উত্তর : জগৎ বেড়ে জেতের কথা।
- প্রশ্ন ৮। লোকে যথা তথা কী করে?  
উত্তর : লোকে যথা তথা জাতের গৌরব করে।

## প্রস্তুতি উপযোগী অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

- প্রশ্ন ১। লালন মানুষের ধর্ম অভিন্ন মনে করেছেন কেন?

[কোলা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

উত্তর : অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক চেতনায় বিশ্বাসী বলে লালন শাহ্  
মানুষের ধর্ম অভিন্ন মনে করেছেন।

লালন শাহ্ মানবতাবাদী ও মরমি কবি। গানে তিনি নিজেকে ফকির  
লালন হিসেবেও উল্লেখ করেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যা লাভ না করলেও  
নিজের চিন্তা ও সাধনায় তিনি হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় শান্তি সম্পর্কে  
বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি মানুষের জাতকে গুরুত্বপূর্ণ মনে  
করেন না। মনুষ্যধর্মই তাঁর কাছে মূল কথা। তাই মানুষ জাত ও  
ধর্মভেদে যে ভিন্নতার কথা বলে তা তিনি বিশ্বাস করেন না।

- প্রশ্ন ২। সব লোকে কেন লালনের জাত নিয়ে প্রশ্ন তোলে?

উত্তর : বিশেষ কোনো একটি ধর্ম পালন না করাতে লোকে লালনের  
জাত নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

লালন শাহৰ জাত সম্পর্কে সবাই সন্দিহান। কারণ তিনি কোনো  
বিশেষ ধর্মের গভীরে আবন্ধ নন। তিনি মানবধর্মে বিশ্বাসী। তিনি  
জাতি-ধর্মে বিশ্বাসীদের উদ্দেশ করে বলেন, কেউ মালা বা তসবি  
গলায় দিলেই কি ভিন্ন জাতি হয়? তিনি তা মনে করেন না। তিনি মনে  
করেন সব মানুষ সমান। তাই তাঁর কাছে জাত-পাত বলতে কিছু  
নেই। এ কারণেই সাধারণ মানুষরা লালনের জাত নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

প্রশ্ন ৩। “যাওয়া কিংবা আসার বেলায় জেতের চিহ্ন রয় কার রে?”  
কথাটি বুঝিয়ে দাও।

উত্তর : জাতি-ধর্মের কারণে মানুষ বিভিন্ন চিহ্ন ধারণ করে। নিজেদের অন্যদের থেকে আলাদা করে। কিন্তু জন্ম ও মৃত্যুর সময় মানুষ কোনো চিহ্ন নিয়ে আসেও না যায় ও না সে কথা বোঝাতেই আলোচ্য উক্তিটি করা হয়েছে। লালন বলেন— কেউ মালা, কেউ তসবি গলায় দিলেই তিনি জাতি হয়ে যায় না। কারণ মানুষ আসা-যাওয়ার সময় অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর সময় কোনো জাতের চিহ্ন ধারণ করে না। তার মানে, যাওয়া কিংবা আসার বেলায় কারও কোনো জাতিচিহ্ন থাকে না। এই বিচারে মানুষের জাতি-ধর্মগত ভেদাভেদ অবান্তর। সবচেয়ে বড় ধর্ম তাই মানবধর্ম।

প্রশ্ন ৪। মানবধর্ম বলতে কী বোঝ?

উত্তর : জাত-পাতের উর্ধ্বে গিয়ে মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় মানুষ ভাবাই মানবধর্ম।

মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় হচ্ছে সে মানুষ। এসব জাত-পাত সব মানুষের বানানো। কারণ কেউ তসবি, কেউ মালা পরলে যদি তিনি জাতের হয় তবে জন্ম-মৃত্যুকালে কেউ এসব ধারণ করে থাকে না কেন? এর কারণ জাতি-ধর্ম বলতে কিছুই নেই। সব মানুষ সমান। সব মানুষ একই রক্ত-মাংসে গড়া। সবার একটাই পরিচয় সে মানুষ, একটাই ধর্ম সবার— মানবধর্ম।

## ► অনুশীলনীর কর্ম-অনুশীলন ও সমাধান



**কর্ম-অনুশীলন** তোমার চারদিকে নানা শ্রেণি-পেশা ও ধর্ম-বর্গ-গোত্রের মানুষ রয়েছে। এদের সম্পর্কে তোমার সহপাঠীদের মনোভাব জেনে একটি গবেষণা নিবন্ধ তৈরি কর। শিক্ষকদের সহযোগিতায় প্রশ্নমালা তৈরি করে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং তার আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করে উপস্থাপন করতে হবে। জাতি, ধর্ম, গোত্র, শ্রেণি, পেশা নির্বিশেষে সকল মানুষই যে শৰ্মা ও সম্মান পাওয়ার যোগ্য— এই দৃষ্টিকোণ থেকে কাজটি করতে হবে।

► পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা-82

সমাধান :

কাজের ধরন : একক কাজ।

কাজের উদ্দেশ্য : শিক্ষার্থীরা সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে সমান চোখে দেখবে এবং তাদের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনা জাগিত হবে।

কাজের নির্দেশনা :

‘মানবধর্ম’ কবিতাটি ভালোভাবে পড়বে। জাতি, ধর্ম, গোত্র, শ্রেণি, পেশা নির্বিশেষে সকল মানুষই যে শৰ্মা ও সম্মান পাওয়ার যোগ্য সে বিষয়টি বিবেচনায় রাখবে। প্রয়োজনে শিক্ষকদের সহযোগিতা নেবে।

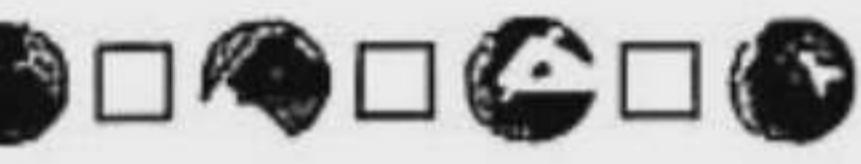
কাজের বর্ণনা :

ক. সকল মানুষই যে শৰ্মা ও সম্মান পাওয়ার যোগ্য এই দৃষ্টিকোণ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য সহপাঠীদের প্রতি প্রশ্নমালা।

১. যেসব মানুষ রাস্তা ঝাঁট দিচ্ছে, কুলির কাজ করছে বা মাটি কাটছে তোমার দৃষ্টিতে তারা কোন শ্রেণির মানুষ?

২. আমাদের ক্লাসে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, মুসলমান সব ধর্মের শিক্ষার্থী আছে। তুমি তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য কর কি বা দেখতে পাও কি?

## পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর সংবলিত



3. সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় কোনো অনুষ্ঠানে আগত বিভিন্ন শ্রেণি, পেশা বা ধর্মীয় মানুষের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ লক্ষ করেছ কি?
4. পদের দিক থেকে (কিছু সময়ে) কিছু পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু মানবিক দিক থেকে ছোট-বড় কোনো পার্থক্য কি থাকা উচিত?
5. তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য না করে মানুষকে ভালোবাসলে বা সম্মান করলে কি কেউ ছোট হয়ে যায়?

উপরি-উচ্চ প্রশ্নমালা বিতরণ করে সহপাঠীদের কাছ থেকে উত্তর সংগ্রহ করা হয়েছে। উত্তরগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করে নিম্নোক্ত নিবন্ধ উপস্থাপন করা হলো :

### সবার উপরে মানুষ সত্য

মানব আকৃতি ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পৃথিবীতে যারা বাস করে তারা সবাই মানুষ। সক্ষমতা, আকাঙ্ক্ষা, পরিবেশ-পরিস্থিতি বা অঙ্গভূতে মানুষের শ্রেণি-পেশায় পার্থক্য দেখা যায়। দৃষ্টিভঙ্গিও পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। অবস্থা ও কালভূতে গড়ে ওঠে গোত্র, জাতি, ধর্ম। গড়ে ওঠে নৈতিকতা, মানবিকতা ও মূল্যবোধ। কিন্তু তা মানুষকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে এবং মানুষের জন্যই গড়ে ওঠে।

প্রশ্নমালায় যেসব প্রশ্ন করা হয়েছে এবং সহপাঠীরা যেসব উত্তর লিখেছে, সেগুলোর সার-সংক্ষেপ করলে দেখা যায়, ১৮.৫ ভাগ শিক্ষার্থী হ্যাঁ-বোধক অর্থাৎ মানবিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তর লিখেছে। ১.৫ ভাগ শিক্ষার্থীর উত্তর দ্বিধাবিত ও অসম্পূর্ণ। তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা স্পষ্ট যে, কোনো কাজই ছোট নয়। কেননা সুস্থ সমাজ ও সুস্থ পরিবেশের প্রয়োজনে প্রতিটি কাজই গুরুত্বপূর্ণ ও কল্যাণকর। সমাজের তথ্য রাস্তের শান্তি, নিরাপত্তা ও উময়নের স্বার্থে কোনো শ্রেণিভেদ করাও ঠিক নয়। এ রকম মূল্যবোধে উজ্জীবিত হলে একজন মানুষ অন্য মানুষের প্রতি সহযোগিতার হাত বাঢ়াবে, সহানুভূতিশীল হবে এবং পরম্পরারের প্রতি শৰ্মাশীল হবে। মানুষ হয়ে মানুষকে সম্মান করা, ভালোবাসা মানুষেরই কর্তব্য।



## সুপার সাজেশন



মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত  
100% প্রস্তুতি উপযোগী প্রশ্ন সংবলিত সুপার সাজেশন

প্রিয় শিক্ষার্থী, কবিতাটিতে সংযোজিত প্রশ্নোত্তরসমূহকে অনুশীলনী, বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল অংশে বিভক্ত করে শিখনফলের ধারায় উপস্থাপন করা হয়েছে। অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে প্রশ্নোত্তরসমূহ ভালোভাবে প্র্যাকটিস কর।

শিরোনাম	7★ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন	5★ তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন
● বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর	এ অধ্যায়ের প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ভালোভাবে শিখে নাও।	
● সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর	১, ২, ৪, ৬	৭, ১০, ১২
● জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ৩, ৫	৬, ৭, ৮
● অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ২	৮

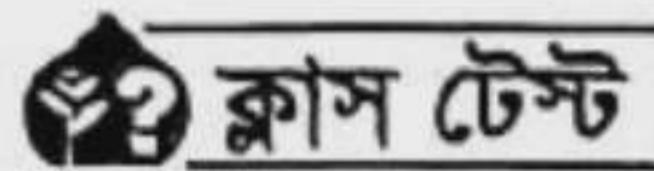
এক্সকুসিভ টিপস ► সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশ ও মেধা যাচাইয়ের লক্ষ্যে অনুশীলনী ও অন্যান্য প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি এ অধ্যায়ের সকল অনুশীলনমূলক কাজের সমাধান ভালোভাবে আয়ত্ত করে নাও।



# ଯାଚାଇ ଓ ମୂଳ୍ୟାଙ୍କନ



অধ্যায়ের প্রস্তুতি ও দক্ষতা যাচাইয়ের লক্ষ্য  
ক্লাস টেস্ট আকারে উপস্থাপিত প্রশ্নব্যাংক



বাংলা প্রথম পত্র

ଅଟ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ

### বহুনির্বাচনি অভীক্ষা (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)

$$5 \times 50 = 50$$

| সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভিক্ষার উভরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উভরের বৃত্তি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। সকল প্রশ্নের উভর দিতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না। |

## সূজনশীল প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০)

 $10 \times 9 = 90$ 

## যেকোনো ৫টি প্রশ্নের উত্তর দাও :

- ১। বামুন শৃঙ্খল ক্ষুদ্র  
কৃত্রিম ভেদ খুলায় লোটে।  
রাগে অনুরাগে নিমিত্ত জাগে  
আসল মানুষ প্রকট হয়,  
বর্ণে বর্ণে নাইরে বিশেষ  
নিখিল জগৎ ত্রুক্ষময়।  
বৎশে বৎশে নাহিকো তফাত  
বনেদি কে আর গর-বনেদি  
ক. লালন শাহু কী ধরনের কবি? ১  
খ. 'লালন কয়, জেতের কী রূপ, দেখলাম না এ নজরে'— এ কথা  
ছারা কী বোঝানো হয়েছে? ২  
গ. উদ্বীপকে 'মানবধর্ম' কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে— তা  
বাখ্যা কর। ৩  
ঘ. "উদ্বীপক ও 'মানবধর্ম' কবিতার মূল সুর একই"— উক্তিটির  
যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪
- ২। মহাক্ষা গান্ধী অহিংস আন্দোলনে অবিসংবাদিত নেতা। তিনি  
অসাম্ভব্যিক চেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন। আত ধর্মের ভেদাভেদ ভুলে  
সব মানুষকে তিনি আপন করে নিয়েছিলেন। মানুষকে তিনি সবার  
উপরে স্থান দিতেন। তাই তিনি মানবতাবাদী মহান নেতা।  
ক. জগৎজুড়ে লোকে কী নিয়ে গৌরব করে? ১  
খ. 'তসবি' ও 'মালা' দিয়ে জাত ভিন্ন করা যায় না কেন? ২  
গ. উদ্বীপকের সাথে 'মানবধর্ম' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিক বিচার  
কর। ৩  
ঘ. "উদ্বীপকে মহাক্ষা গান্ধীর চেতনা যেন 'মানবধর্ম' কবিতার  
কবির চেতনারই অনুরূপ"— এ বক্তব্যের সত্যতা নিরূপণ কর। ৪
- ৩। মার্গারেট ম্যাথিউ প্যারিসের অধিবাসী। খ্রিস্টান হওয়া সত্ত্বেও সব ধর্মের  
মানুষের সাথেই তিনি প্রাণ খুলে মেশেন। দুর্দিনে মানুষের পাশে  
দাঢ়ানোকেই তিনি মানুষের ধর্ম বলে জানেন। তাঁর কাছে সাদা-কালো,  
ধনী-দরিদ্রের কোনো পার্থক্য নেই। মানুষের সেবা করতে পারলে তিনি  
নিজেকে খুব সুখী মনে করেন।  
ক. কবি লালন শাহু কত খ্রিস্টাদে মৃত্যুবরণ করেন? ১  
খ. 'জগৎ বেড়ে জেতের কথা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২  
গ. 'মানবধর্ম' কবিতা ও উদ্বীপকের মধ্যে সাদৃশ্য কোথায়? ব্যাখ্যা  
কর। ৩  
ঘ. 'মানবধর্ম' কবিতার সমগ্র ভাব উদ্বীপকে প্রকাশ পেয়েছে কি?  
যুক্তিপূর্ণ মতামত দাও। ৪
- ৪। মধ্যবিত্ত পরিবারের যোগেন সত্তানের জন্মদিনে গ্রামের অন্যান্যদের সাথে  
বিভিন্ন বৃপ্তিশৈলী বাবুকেও নিমত্তন করেন। নিমত্তনে এসে বৃপ্তিশৈলী বাবু  
দেখেন মালিনী শোভা দুই হাতে মসলা বাটচে। এ দৃশ্য দেখে না খেয়ে  
তিনি জরুরি কাজের কথা বলে বাড়ি চলে যান। তাঁর এ আচরণে  
উপস্থিত সকলেই মর্মাহত হন।  
ক. লালন শাহুর গুরু কে ছিলেন? ১  
খ. কৃপজল ও গজাজল কীভাবে অভিন্ন সত্তা? বুঝিয়ে লেখ। ২  
গ. উদ্বীপকে বৃপ্তিশৈলী বাবুর আচরণে 'মানবধর্ম' কবিতার যে দিকটি  
ফুটে উঠেছে তা বাখ্যা কর। ৩  
ঘ. মালিনী শোভার মতো মানুষের মূল্যায়নের জন্য 'মানবধর্ম'  
কবিতার বক্তব্যের যথার্থতা বিচার কর। ৪

- ৫। হরিনাপুর হিন্দু অধ্যায়িত একটি এলাকা। তবে মুসলমানদের সাথে  
তাদের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। সম্মিলিতভাবে তারা জমির শেগেকে  
চেয়ারমান নির্বাচিত করেন। পূজা-পার্বণ, বিয়ে-শাদি, ইদ-উৎসবে  
বোঝার উপায় থাকে না উৎসব কানের। এসব ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা  
পালন করেন জমির শেখ। জনসেবায় অবিজীয় এই ব্যক্তিত্ব সকলের  
প্রিয় মানুষ। কিন্তু প্রতিবেশী জমির ব্যাপারী বিময়টিকে বাড়াবাঢ়ি বলে  
মনে করেন।  
ক. কৃপজল ও গজাজলকে কখন ভিন্ন বলা যায়? ১  
খ. 'মানবধর্ম' কবিতায় মানবজাতিকে কীভাবে অভিন্ন হিসেবে  
উপস্থাপন করা হয়? ২  
গ. উদ্বীপকের জমির ব্যাপারীর মানসিকতায় লালনের অনুপস্থিত  
দিকটি ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. উদ্বীপকের চেয়ারমানের মাঝে ফুটে ওঠা দিকটি যেন  
'মানবধর্ম' কবিতার মূলকথা— যুক্তিসহ বুঝিয়ে লেখ। ৪
- ৬। জীর্ণ-বন্ধু, শীর্ণ-গাত, ক্ষুধায় কঠ ক্ষীণ—  
ডাকিল পান্থ, 'ছার খোলো বাবা, থাইনি তো সাত দিন!'  
সহসা বন্ধ হলো মন্দির, তুখারি ফিরিয়া চলে,  
তিমির রাতি, পথ জুড়ে তার ক্ষুধার মানিক জলে!  
তুখারি ফুকারি' কয়。  
'ঐ মন্দির পূজারী, হায় দেবতা, তোমার নয়!'  
ক. কীসের মধ্য দিয়ে লালন শাহু-এর দর্শন প্রকাশ পেয়েছে? ১  
খ. গজাজল ও কৃপজল ভিন্ন নয় কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২  
গ. উদ্বীপকে প্রতিফলিত ভাবটি 'মানবধর্ম' কবিতার কোন ভাবের  
সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. "উদ্বীপকে বর্ণিত মানুষের অসহায়ত মোচনের আহ্বান  
'মানবধর্ম' কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে!"— মন্তব্যটি বিচার কর। ৪
- ৭। দৃশ্যকল্প-১: গাহি সাময়ের গান—  
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে, সব বাধা-ব্যবধান  
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রিশ্চান।  
দৃশ্যকল্প-২: নহে আশরাফ আহে যার শুধু বৎ পরিচয়  
সেই আশরাফ জীবন যার পুণ্য কর্ময়।  
ক. লালনশাহু কার শিষ্যত্ব প্রাপ্ত করেন? ১  
খ. লালন জাত নিয়ে প্রশ্ন করতে বারণ করেছেন কেন? ২  
গ. দৃশ্যকল্প-১-এর ভাবার্থ 'মানবধর্ম' কবিতার সাথে কীভাবে  
সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. দৃশ্যকল্প-২-এর বিষয়বস্তু যেন কবির প্রত্যাশাই প্রৱণ করেছে—  
বিশ্লেষণ কর। ৪
- ৮। অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সত্তরণ,  
কাঙ্গারী! আজ দেখিব তোমার মাত্ত্মুক্তি পণ!  
'হিন্দু না ওরা মুসলিম?' ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?  
কাঙ্গারী! বল ডুবিছে মানুষ, সত্তান মোর মাঝে!  
ক. জাতের ফাতা কোধায় বিক্রি করার কথা বলা হয়েছে? ১  
খ. "জগৎ বেড়ে জেতের কথা, লোকে শৌরব করে যথা-তথা"—  
বুঝিয়ে লেখ। ২  
গ. উদ্বীপকটি 'মানবধর্ম' কবিতার সঙ্গে কোন দিক দিয়ে  
সাদৃশ্যপূর্ণ? ৩  
ঘ. "সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটিই কবিতার মূল বিষয়বস্তু"— মূল্যায়ন কর। ৪

## ✓ উত্তরমালা ▶ বহুনির্বাচনি অঙ্গীকা

১ (১)	২ (৪)	৩ (৩)	৪ (৫)	৫ (৩)	৬ (৪)	৭ (৫)	৮ (৩)	৯ (৪)	১০ (৩)	১১ (৫)	১২ (৩)	১৩ (৫)	১৪ (৩)	১৫ (৫)
১৬ (৫)	১৭ (৫)	১৮ (৩)	১৯ (৫)	২০ (৫)	২১ (৩)	২২ (৫)	২৩ (৫)	২৪ (৩)	২৫ (৫)	২৬ (৩)	২৭ (৫)	২৮ (৩)	২৯ (৫)	৩০ (৫)

## ✓ উত্তরসূত্র ▶ সূজনশীল প্রশ্ন

- ১ ▶ 209 পৃষ্ঠার ১ নং প্রশ্ন ও উত্তর  
২ ▶ 209 পৃষ্ঠার ২ নং প্রশ্ন ও উত্তর  
৩ ▶ 210 পৃষ্ঠার ৩ নং প্রশ্ন ও উত্তর  
৪ ▶ 213 পৃষ্ঠার ১০ নং প্রশ্ন ও উত্তর  
৫ ▶ 214 পৃষ্ঠার ১১ নং প্রশ্ন ও উত্তর  
৬ ▶ 211 পৃষ্ঠার ৫ নং প্রশ্ন ও উত্তর  
৭ ▶ 213 পৃষ্ঠার ৯ নং প্রশ্ন ও উত্তর  
৮ ▶ 212 পৃষ্ঠার ৭ নং প্রশ্ন ও উত্তর

[মন্তব্য : অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে 'আনন্দপাঠ' থেকে ২০ নথরের বর্ণনামূলক প্রশ্ন থাকবে। সে বিবেচনায় বর্ণনামূলক প্রশ্ন উহু রেখে অধ্যায়ের প্রস্তুতি যাচাইমূলক উপর্যুক্ত প্রশ্নপত্রটি দেওয়া হলো।]